NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

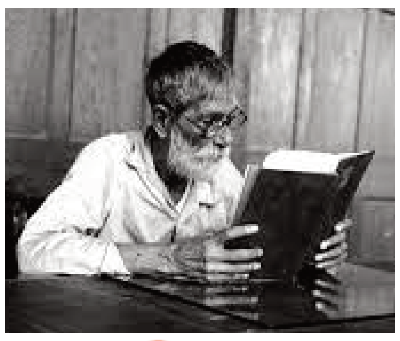

৪ আজ ২রা অগস্ট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

লাগাতার বৃষ্টিতে ভাসল রাস্তা, জলমগ্ন বাড়ি, নিকাশি নিয়ে ক্ষোভ ৬

কলকাতা ২ অগস্ট ২০২৪ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 2.8.2024, Vol.18, Issue No. 54 8 Pages, Price 3.00

প্রকৃতির রুদ্র রোষের কোপে উত্তর-দক্ষিণ

বৃষ্টি আর ধসে বিপর্যস্ত দেরাদুন-সহ উত্তরাখণ্ডের ৪ জেলা

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২, নিখোঁজ ৫০

দেরাদুন, ১ অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ধসে উত্তরাখণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২। নিখোঁজ ৫০ জন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি জেলা। তার মধ্যে রয়েছে হরিদ্বার, টিহরী, দেরাদুন এবং চামোলি। এই চার জেলাতেই বহু ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। নিখোঁজ অনেকে।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সূত্রে খবর, হরিদ্বারে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার পরই রয়েছে টিহরী। সেখানে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। দেরাদুনে দুই এবং চামোলিতে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। হলদওয়ানি এবং চামোলিতে নিখোঁজ দু'জন। দেরাদুনের পুলিশ সুপার

অজয় সিং জানিয়েছেন, রাইপুর এলাকায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন দু'জন। পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতেরা হলেন সুন্দর সিং এবং অর্জুন সিং রাণা।

ভারী বৃষ্টির জেরে দেরাদুনের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেরাদুনে ১৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। হরিদ্বারের রোশনাবাদে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি পরিমাণ ২১০ মিলিমিটার। তার পরই রায়বালায় ১৬৩ মিমি, হলদওয়ানিতে ১৪০, হরিদ্বারে ১৪০, রুড়কিতে ১১২ এবং নৈনিতালে ৮৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সোনপ্রয়াগে মন্দাকিনী নদীর জলস্তর বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলায় পরিস্থিতি আরও বিগড়েছে। হরিদ্বারের রুড়কিতে ভারপুর গ্রামে ভারী বৃষ্টিতে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে তার নীচে চাপা পড়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও ১০ জন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে আট জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ওয়েনাড়ে বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা ২৭৬, নিখোঁজ বহু

প্রতিকূলতা কাটিয়ে চলছে উদ্ধারকাজ

তিরুঅনন্তপুরম, ১ অগস্ট: প্রবল বর্ষণ, পায়ের তলায় এবড়ো-খেবড়ো মাটি। পা রাখাই দায়। সেই সব প্রতিকূলতা কাটিয়েও রাতভর কেরলের ওয়েনাড়ে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে সেনা, এনডিআরএফ, কেরলের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, রাষ্ট্রীয় জরুরি পরিষেবার কর্মী এবং স্থানীয় জনগণ। উদ্ধারকাজ যত এগোচ্ছে ততই যেন স্পষ্ট হচ্ছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা। ধ্বংসস্তুপ সরালেই উদ্ধার হচ্ছে লাশ!

ওয়েনাড়ের ভয়াবহ ভুমিধসে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৭৬ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত দেড়শো জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও প্রায় দুই শতাধিক মানুষ নিখোঁজ। স্থানীয়দের মতে, নিখোঁজদের জীবিত থাকার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ওয়েনাড়ের জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের কারণে হাজার হাজার টন পাথর এবং মাটির যে স্তূপ তৈরি হয়েছে, তা খুঁড়ে উদ্ধারের কাজ চালানো খুব কঠিন।

ওয়ানড়ের বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর প্রায় নিশ্চিহ্ন। স্থানীয় চার্চ, স্কুল-কলেজের যা অবশিষ্ট আছে, সবকিছুকেই ব্যবহার করা হচ্ছে দুর্গতদের আশ্রয়স্থল এবং চিকিৎসার জন্য। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, দু'দিনের অভিযানে দেড় হাজার জনের বেশি মানুষকে নিরাপদে সরানো গিয়েছে। কঠিন পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের রাজ্য এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি।' বিপর্যয়ের সম্ভবত এখানেই শেষ নয়।

ওয়েনাড়ে দুই সাংসদ পাঠাচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়েনাড়ে দুই সাংসদকে পাঠাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করে এ কথা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতা জানিয়েছেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজ্যসভার দুই সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং সাকেত গোখলে যাবেন কেরলের বিধ্বস্ত এলাকায়। মমতা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'মানবিক কারণে আমরা দুই সাংসদের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছি। তাঁরা ওয়েনাড়ে গিয়ে দু'দিন থাকবেন। দেখা করবেন মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে।' মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

বিধ্বস্ত এলাকায় রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

তিরুঅনন্তপুরম, ১ অগস্ট: বৃহস্পতিবারই ওয়েনাড়ের বিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা। কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা ক্ষতিগ্রস্ত চুরালমালা গ্রামে যান। বিপর্যয়ে ওয়েনাড়ের যে চারটি গ্রাম সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে একটি চুরালমালা। সেখানে পৌঁছে দু'জনেই বিপর্যস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। পায়ে হেঁটে পর্যবেক্ষণ করেন গোটা গ্রাম। ঘুরে দেখেন ত্রাণশিবির। কংগ্রেস সূত্রের খবর, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও ত্রাণ বিলি এবং উদ্ধারকাজ নিয়ে কথা বলেন তাঁরা।

অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লিও, মোট মৃত ৯

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও হড়পা বান, কোথাও বা ভূমি ধস। বর্ষার মরশুমে দুর্যোগে বিপর্যস্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। রাজধানী দিল্লি একটানা বৃষ্টিতে জলে ভাসছে। বুধবার সারা দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডার বিস্তীর্ণ অংশ। বৃহস্পতিবারও থামার নাম নেই বর্ষার। এর জেরে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। দিল্লিতে নিকাশি নালায় ভেসে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে মা ও শিশুর। মোট মৃত ৪। গুরুগ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩। গ্রেটার নয়ডায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০৮ মিমি বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতে। যা গত ১৪ বছরে জুলাই মাসে একদিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। রাজধানীতে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। নিরাপত্তার কারণে নাগরিকদের ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। একটানা

বৃষ্টির কারণে ১ অগস্ট, বৃহস্পতিবার রাজধানীর সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী আতিশী। গোটা দিল্লিতে যানবাহন ব্যবস্থায় বড় প্রভাব পড়েছে। অস্বস্তিকর ট্রাফিক জ্যাম তৈরি হয়েছে গুরুগ্রাম, নয়ডা, গাজিয়াবাদ এবং ফরিদাবাদে। রাজধানীতে একাধিক বাড়ি, দেওয়াল ধসে পড়ারও খবর মিলছে। বৃষ্টির জেরে ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান-ওঠানামাতেও প্রভাব পড়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ১০টি বিমান নামতে পারেনি দিল্লিতে। সেগুলিকে পার্শ্ববর্তী জয়পুর এবং লখনউ বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে নিকাশি নালায় ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে মা ও শিশুর। মৃতা তরুণীর নাম তনুজা (২২)। তাঁর তিন বছরের শিশুরও মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, গুরুগ্রামের ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। নয়ডায় মৃত ২। বিপর্যয় এখনই থামছে না, জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ৫ অগস্ট অবধি বজ্রগর্ভ মেঘে লাগাতার বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। এদিকে দিল্লির পথে জল জমা নিয়ে আপ সরকারকে খোঁচা দিয়ে ভিডিও পোস্ট করেছে বিজেপি।

বিন্যাস হবে তপসিলি জাতি-উপজাতির মধ্যে

সংরক্ষণ বিতর্কে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: তপসিলি জাতি-উপজাতির সংরক্ষণ নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। এবার তপসিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত নাগরিকদের মধ্যেও হবে শ্রেণিবিন্যাস। সেই বিন্যাসের ভিত্তিতে নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার এক ঐতিহাসিক রায়ে শীর্ষ আদালত, তপসিলি জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যেও সংরক্ষণের জন্য আলাদা করে শ্রেণিবিন্যাসে সায় দিল। ৭ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের ছ'জন বিচারপতিই তপসিলি জাতি-উপজাতির পুনর্বিন্যাসের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এর আগে ২০০৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ তপসিলি জাতি এবং উপজাতির মধ্যে আলাদা শ্রেণি বিন্যাসের দাবি খারিজ করে দেয়। সেসময় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, তপসিলিরা সমশ্রেণিভুক্ত। তাই তাঁদের মধ্যে আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ৭ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, তপসিলি জাতি-উপজাতির মধ্যেও শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজন।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তপসিলি জাতিভুক্তদের মধ্যেও অনেক শ্রেণি রয়েছে, তাঁদের মধ্যেও কিছু কিছু শ্রেণি তুলনায় পিছিয়ে পড়া। সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও এই প্রজাতিভুক্তদের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ছিলেন, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী, বিচারপতি পঙ্কজ মিথাল, বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা।

সাত বিচারপতির মধ্যে ৬ বিচারপতিই একমত, যে দেশের সব তপসিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত নাগরিক সমশ্রেণিভুক্ত নন। তাই তাঁদের মধ্যে আলাদা বিন্যাস করা যেতেই পারে। শুধুমাত্র বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী দ্বিমত পোষণ করেন।

জীবনের প্রথম অলিম্পিকেই ব্রোঞ্জ, 'মাহিমন্ত্রেই' ইতিহাস গড়লেন স্বপ্নিল

প্যারিস, ১ অগস্ট: জীবনের প্রথম অলিম্পিকে নেমেই পদক। ইতিহাস গড়েছেন মহারাষ্ট্রের শুটার স্বপ্নিল কুসলে। পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক করে জিতে নিয়েছেন ব্রোঞ্জ। তার পরে ভারতীয় শুটার জানালেন, ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি শট মেরেছেন। তাতেই মিলেছে সাফল্য। চোখের সামনে শিষ্যের সাফল্য দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি গগন নারাং।

বৃহস্পতিবার চলতি অলিম্পিকের তৃতীয় পদক এল ভারতে। শুটিংয়ে ফের ব্রোঞ্জ এল দেশে। স্বপ্ন দেখিয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন মহারাষ্ট্রের স্বপ্নিল সিং। ফাইনালের শুরু থেকে খানিকটা পিছিয়ে ছিলেন। নিলিং এবং প্রুনিং রাউন্ডে তিনি ছিলেন ৬ নম্বরে। তবে শেষ দুই রাউন্ডে এসে দুরন্ত কামব্যাক করেন ভারতীয় শুটার। একটা সময়ে সোনার পদক জয়ের লড়াইয়েও ছিলেন তিনি। মাত্র ০.৪ পয়েন্টে রুপো হাতছাড়া হল স্বপ্নিলের।

অলিম্পিকে নামলেও রেলের টিকিট চেকার হিসাবে কর্মরত মহারাষ্ট্রের এই শুটার। ফাইনালে উঠেই তিনি বলেছিলেন, মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক বহুবার দেখেছেন। ক্যাপ্টেন কুলের মতোই শুটিং রেঞ্জে মাথা ঠান্ডা রাখতে পছন্দ করেন। সেই মাহিমন্ত্রেই পদক জিতেছেন স্বপ্নিল। ইতিহাস গড়ার পরে বলেন, 'প্রথমে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু তার পরে মাথা ঠান্ডা রেখে প্রতিটা শট খুব মন দিয়ে মেরেছি। তাতেই সাফল্য এসেছে।'

ভারতীয় শুটারদের এমন দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখে আবেগাপ্লুত গগন নারাং। চলতি অলিম্পিকে ভারতের শেফ দ্য মিশন নিজেও ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। বৃহস্পতিবার স্বপ্নিল ব্রোঞ্জ জেতার পর তিনি কেঁদে ফেলেন। শুটাররা আরও সাফল্য পাবে এবং সেই দেখে গোটা ভারতীয় কনটিনজেন্ট উৎসাহিত হবে, এমনটাই আশা গগনের।

সাইবার হানায় বিপর্যস্ত ৩০০ ব্যাংকের পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: এবার হ্যাকারদের নিশানায় দেশের অন্তত ৩০০ গ্রামীণ ও সমবায় ব্যাংক। অভিযোগ, তাদের সফটওয়্যারে ঢুকে পড়েছে র‍্যানসামওয়্যার। যার জেরে আপাতত ব্যাংকগুলির গ্রাহকদের ইউপিআই পেমেন্ট প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। অনলাইনে লেনদেন করতে পারছেন না 'আক্রান্ত' ব্যাংকগুলির গ্রাহকরা। আশঙ্কা, এই র‍্যানসামওয়্যার হামলার ফলে ব্যাংকের গ্রাহকদের সমস্ত তথ্য হ্যাকারদের হাতে পৌঁছে যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে তারা।

রয়টার্স সূত্রে খবর, এই ব্যাংকগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা করে সি-এজ টেকনোলজি নামে একটি সংস্থা। তাদের সফটওয়্যারেই হ্যাকার হানা হয়েছে বলে প্রাথমিক সূত্রে খবর। তবে তাদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে যারা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বিষয়টি দেখে সেই ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এনপিসিআই নিয়ন্ত্রিত খুচরো লেনদেন ব্যবস্থা থেকে আপাতত সি-এজ টেকনোলজিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যাংকের গ্রাহকরা সি-এজ টেকনোলজির পরিষেবা ব্যবহার করেন, তারা আপাতত ইউপিআই লেনদেন করতে পারবেন না।

তবে এই সাইবার হানা বড় আকার নিতে পারেনি বলেই সূত্রের দাবি। গ্রাহকদের পরিচয় এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য হ্যাকারদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই আরবিআই ব্যাংকগুলিকে সাইবার হানা নিয়ে সতর্ক করেছিল।

বিধানসভায় পাশ ন্যায় সংহিতা ও ৩ ফৌজদারি আইন বিরোধী প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তিন ফৌজদারি আইন বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল বাংলার বিধানসভায়। গত দু'দিন ধরে এই প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা চলেছে। বৃহস্পতিবার সেই আলোচনা শেষ হল। ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন শাসকদলের বিধায়কেরা। বিরোধীরা ভোট দিয়েছেন বিপক্ষে। যদিও এই আইন কেন্দ্রে পাশ হয়ে গিয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, কেন্দ্রে পাশ হয়ে যাওয়া আইনের বিরোধিতা রাজ্য বিধানসভায় করা অর্থহীন। পরিবর্তে রাজ্যে অনুপ্রবেশ এবং ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে আইন আনার প্রস্তাব দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধানসভায় ন্যায় সংহিতা এবং তিন ফৌজদারি আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বুধ এবং বৃহস্পতিবার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রের আইন বিরোধী প্রস্তাবের আলোচনায় বুধবার বিজেপির তরফে অংশ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ, কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়, কাঁথি দক্ষিণের বিধায়ক অরূপকুমার দাস প্রমুখ। ওই দিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি এবং ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নেন বিজেপির তরফে রঘুনাথপুরের বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউড়ি, ভগবানপুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি, আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, চাকদহের বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তৃণমূলের তরফে বৃহস্পতিবার বলেন যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, এগরার বিধায়ক তরুণ মাইতি, রাসবিহারির বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ এবং ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আলোচনা শেষ হয়েছে আইনমন্ত্রী মলয়ের বক্তৃতা দিয়ে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ন্যায় সংহিতা বিরোধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'যে আইন দেশে ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত? দেশের আইন বলবৎ হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোনও প্রভাব তো পড়বে না।' এর পর দু'টি বিষয়ে পাল্টা আইন আনার প্রস্তাব দিয়েছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তাঁর কথায়, 'সরকারের যদি সাহস থাকে, রাজ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে এবং ধর্মান্তকরণ রুখতে আইন আনা হোক।' এ প্রসঙ্গে মলয় বলেন, 'সংসদ যেমন কেন্দ্রের আইনসভা, বিধানসভাও তেমন রাজ্যের আইনসভা। দুই জায়গাতেই আইন তৈরি করা যায়। কেন্দ্রে পাশ হওয়া কোনও আইন যদি সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, রাজ্য বিধানসভাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধান।' বিধানসভায় দু'পক্ষের আলোচনা শেষ হওয়ার পর ধ্বনি ভোট অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ন্যায় সংহিতা এবং তিন ফৌজদারি আইনের বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব পাশ হয়।

ফের রাজ্যের সচিবস্তরে ব্যাপক রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সচিব স্তরে রদবদল। বৃহস্পতিবার কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সচিব পর্যায়ের সাত জন আইএসএ-এর দায়িত্ব পরিবর্তন করা হল। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছিলেন সুব্রত গুপ্ত। তাঁকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরে প্রধান সচিব হলেন খলিল আহমেদ। তিনি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব ছিলেন। এই দপ্তরের নতুন সচিব হলেন রশ্মি কমল। তিনি ভূমি দপ্তরের বিভাগীয় সচিব ছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হৃদেশ মোহনকে সর্বশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব করা হল। কেএমডিএ-র নতুন সিইও হলেন রাজেশ কুমার সিন্হা। তিনি আবাসন ও যুব ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিবের দায়িত্বে আগে থেকেই রয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল কেএমডিএ-র সিইও-র পদ। সর্বশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরের এখনকার সচিব স্মারকি মহাপাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের বিভাগীয় সচিব পদে এলেন। নেতাজি সুভাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওএসডি গোডালা কিরণকুমারকে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব করা হল।

বাংলা ভাগের চেষ্টার অভিযোগে নিন্দা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ভাগের চেষ্টার অভিযোগকে সামনে রেখে আগামী সোমবার সরকার পক্ষের আনা নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে। অধিবেশন পরিচালনা বিধির ১৮৫ নম্বর ধারায় এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিধানসভার বুলেটিনে বৃহস্পতিবার তা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাগের অপচেষ্টা করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবে। এই ধরনের উদ্যোগ থেকে বিরত থাকার জন্য বিধানসভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছে বলেও উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তাবের শেষ অংশে রাজ্যের সকল শ্রেণির ঐক্য, সংহতি, শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গকে অটুট রাখার জন্য সকল স্তরের জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

নাম না করে সুকান্ত মজুমদারের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়েছে। উত্তর পূর্বের সঙ্গে সংযুক্ত করা রাজ্য ভাগের নামান্তর বলা হয়েছে শাসকশিবিরের আনা প্রস্তাবে। নাম না করে উল্লেখ করা হয়েছে নিশিকান্ত দুবের মন্তব্যও। দু'ঘণ্টার আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০৬৭ নং এফিডেভিট বলে Milan Pal S/o. Manmatha Pal ও Milon Pal S/o. M. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nousar Ali, Naosar Ali, Sk. Nausar Ali ও Sk. Naosar Ali S/o. Abdul Mannan R/o. Khanyan Baganpara, Khanyan, Pandua, Hooghly-712147 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি । আমার কন্যা Nehar Khatun.

CHANGE OF NAME

I, NILUFA KHATUN W/O MUNJOOR RAHAMAN resident of Vill - Shirochar, P.O.- Sahebnagar, P.S.- Sagarpara, Dist- Murshidabad, PIN - 742306 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. S.D.E.M. at Domkal, Murshidabad dated 26.07.2024 that my father-in-law's name is ABDUS SATTAR MANDAL as recorded in his Aadhar Card vide No. 8684 6105 8213 but his name is recorded as SATTAR MANDAL in his EPIC vide No. LPG2500577, L.R. Record vide Kh. No. 10867, Mouja - Shibnagar under Raninagar P.S.ABDUS SATTAR MANDAL and SATTAR MANDAL is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে, আমি শ্রীমত্যা ভারতী ভূঞ্যা, স্বামী-ঁপঞ্চানন ভূঞ্যা, সাং-বাড়গৌরাঙ্গ, পোঃ-পাচরা, থানা ও এ.ডি.এস আর, অফিস মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, জানাইতেছি যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত বাড়গৌরাঙ্গ, বাজপাড়া, বাঘাগেড়্যা, অস্তিপলাশী ও পাচরা মৌজায় আমার স্বামী-ঁ পঞ্চানন ভূঞ্যার ত্যক্ত ওয়ারীশসুত্রে প্রাপ্ত ও আমার নিজস্ব নামিত সম্পত্তি সমূহ আমার বার্ধক্য জনিত কারনে আমার কন্যা কুমারী মিনু প্রকাশিত মিতা ভূঞ্যা পিতা-ঁ পঞ্চানন ভূঞ্যা আমার পক্ষে দেখা শোনা, রক্ষনা বেক্ষনাদি সহ রেজিষ্ট্রী দলিল মূলে হস্তান্তর আদি করিতে ও ক্রেতাগনের নিকট হইতে বিক্রয় মূল্য ধার্য্য করিতে ও গ্রহন করত দলিল লেখক দ্বারা কোবলা দলিল লেখাইয়া আমার আমমোক্তার হিসাবে দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করনের জন্য এ. ডি. এস. আর. অফিসাদিতে দাখিলাদি সহ সমূহ অফিস আদালত আদিতিতে আমার আমমোক্তার হিসাবে যাহা যাহা করনীয় তাহা করিতে পারিবে মর্মে আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞ্যানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় গত ইং ১৯/০৩/২০০৭ তারিখের সম্পাদিত ও গত ইং ২০/০৩/২০০৭ তারিখে এ. ডি. এস. আর. অফিসে দাখিলিকৃত IV-৩২ নং যুক্ত একখন্ড আমমোক্তার নামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছি, তাহা আমার জীবিত কালতক বলবৎ রহিবে।

NABADWIP JANA
(Advocate)
Midnapore Judge's Court
W.B.-272-85
31.07.2024

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা আগষ্ট, ১৬ ই শ্রাবণ, শুক্র বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ বিজ্ঞান সাধক আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সেখ হাবিবুর রহমান, পিতা- সেখ জাবেদ আলী, গ্রাম- সিংজোড় উত্তর পাড়া, পোঃ- ভগবতীপুর, থানা- চন্ডীতলা, জেলা-হুগলী মৌজা- ভগবতীপুর (জে.এল. নং ৪১) হাল দাগ নং- ১৭৩১ সাবেগ ১৭১৮ নং দাগে ০৪ শতক (চার) সম্পত্তি জনাই এ.ডি.এস.আর অফিস জনাই রেজিষ্ট্রিকৃত ০২-০৭-২০২৪ তারিখে ৬২৭৯ নং সাফ বিক্রয় কোবালাপত্র দলিলের মূলে ১) সেখ এমামুল ২) সেখ আনারুল, ৩) সেখ নাজিরুল, সকল বিক্রেতাগণের পক্ষে আমমোক্তার নামা পিতা সেখ আব্দুল মুজিদ ওরফে আব্দুল মাজিদ সেখ (পাওয়ার দলিল নং ৩০৮/২০১৮ ও ৩৭১৯/২০২৩) এর নিকট হইতে সাফ বিক্রয় দলিল প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি চন্ডীতলা ১ নং বি.এল. এন্ড এল.আর ও মশাট হুগলী অফিসে মিউটেশন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং MN/2024/0610/8419 যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনোরকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হইবে। নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Mr. H.A. Halder
Advocate
High Court, Calcutta
Enrolment No. F/41932

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সাকসেশান কেশ ১২/২০২৪
দিবাকর সামন্ত দীং
...দরখাস্তকারিগণ

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত গাইঘাটা সাকিন এর সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত সাধনবালা মান্না এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন । অন্যাথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

(A) Schedule

Post office saving A/C No 1205443 Rs 12,552.65/-
Bank of Borada Term deposit A/C No 1585 of Rs. 10,291/- A/C No 285511of Rs. 31,395/- A/C No 710839 of Rs. 1,07,592/- A/C No 710772 of Rs. 31,500/-

অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬,০৭,২০২৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the District Delegate, Midnapur
Probate Case No. 29 of 2023

Sri Utpalendu Das Mahapatra, Son of Late Kalipada Das Mahapatra of Vill- Sujagunj, P.O. & P.S.- Midnapore Dist- Paschim Medinipur.
....Petitioner
(Vs)
1) Sri Kamalendu Das Mahapatra,
2) Sri Swarnendu Das Mahapatra
Both are sons of Late Kalipada Das Mahapatra of Vill- Sujagunj, P.O. & P.S.- Midnapore, Dist- Paschim Medinipur.
3) Smt. Rekha Maity, W/o Prafulla Kumar Maity, D/o Late Kalipada Das Mahapatra of Vill. and P.O.- Moharh, P.S. Sabang, Dist- Paschim Medinipur.
...Opp. parties

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, **কালীপদ দাস মহাপাত্র** পিতা-ঁভীমসেন দাস মহাপাত্র, সাং- সুজাগঞ্জ থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর বিগত ইং- ১২/০৪/২০১২ তারিখযুক্ত একখন্ড Will তাহার পুত্র **উৎপলেন্দু দাস মহাপাত্র** বরাবর সম্পদান করিলে এক্ষনে উক্ত উৎপলেন্দু মহাপাত্র Probate প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। তৎসম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ধার্য্য দিনে আগামী ০৯.০৯.২৪ তারিখে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বয়ং বা কোন Advocate মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুযায়ী কার্য্য হইবে।

District- Paschim Medinipur, P.S.- Midnapore, J.L. No. 178, Mouza- Mahatabpur within Midnapore Municipality Ward No. 15, Mahalla Sujaganj, Holding No. 1621, L.R. Khatian no. 131, Plot No. 337 Bastu -02 dec. upon which three stroied House.

আদেশ অনুসারে,
তাং- ২০.০৭.২০২৪ **Laxman Sing**
District Delegate, Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Prob. Case No. 12 of 2023
D/F:02.09.2024

কাজল কুমার সিনহা........ আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে **প্রভাত নলিনী সিনহা** গত ইং ১১.০৭.২০০২ তারিখে হিজলী কো- অপারেটিভ সোসাইটি, প্রেমবাজারে মারা যাওয়ায় গত ইং ২৪.০৫.২০০১ তারিখে সম্পাদিত ও গত ইং ০১.০৬.২০০১ তারিখে খড়্গপুর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত III- ১৬ নং উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অবেদনকারী অত্র প্রবেট মোকদ্দমা করিয়াছেন।
উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

SCHEDULE

Dist.- Paschim Medinipur, Pargana- Balarampur, P.S.-Kharagpur, Mouza - Sonamukhi, J.L.No.-188, R.S. Swatwa No. 901, Chirasthayi Dakhalkar Swatwa, R.S. Plot No. 18, Hal 391 corresponding to Hijli Co-op. Society's Plot No. 18, area- 8.25 (northern part) out of 30 dec. with a two-storied pucca building. Butted & Bounded By: North: Dr. Gayen, West: Prof. Jana

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
তাং-২৯.০৭.২৪ **সেরেস্তাদার**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) **বিশ্বজিৎ মুখার্জী** পিতা- ঁবিশ্বনাথ মুখার্জী সাকিম হাউস নং ৩০১, হিন্দ নগর কানপুর রোড, এল.ডি.এ. কলোনী, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ-226012 ২) **মীনাক্ষী চ্যাটার্জী** স্বামী-সমীর কুমার চ্যাটার্জী পিতা- ঁবিশ্বনাথ মুখার্জী সাকিম– নিউ গীতাঞ্জলী এ্যাপার্টমেন্ট, ২ বি.এস.এন. রায় রোড, বেহালা, কলকাতা- 700034, বিগত ইং- 13/02/2023 তারিখে পাভুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-003/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**তুষার কান্তি মন্ডল** পিতা- ঁকার্তিক মন্ডল সাকিম- বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-712135) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- 2846/2024 নং দলিল মূলে **রিঙ্কি দত্ত** স্বামী- অমিত দত্ত সাকিম-বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- 712135 মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচিগ্রাম, জে.এল.-20, হাল এল. আর 1790 খতিয়ানে, বর্তমান কমপিউটার পর্চা মতে হাল 8426, 8427, 8428, 8429 খতিয়ানভুক্ত, সাবেক 1298 ও হাল 1297 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 63 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **রিঙ্কি দত্ত** স্বামী- অমিত দত্ত উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-
তুষার কান্তি মন্ডল
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) **মনিকা খামারু** স্বামী- ঁজয়দেব খামারু সাকিম পশ্চিম সেখপাড়া, মগরা, হুগলী- 712148 ও ২) **বিথীকা ঘোষ** স্বামী- তন্ময় ঘোষ সাকিম মিলচিতা, পোলবা হুগলী-712148, বিগত ইংরাজী 24/01/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া হুগলী অফিসে I- 588/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**জয়ন্ত খামারু**, পিতা ঁজয়দেব খামারু সাকিম পশ্চিম সেখপাড়া, মগরা, হুগলী- 712148) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে চুঁচুড়া এ.ডি.এস.আর-I অফিসে **অসিত মন্ডল** পিতা- অসিম মন্ডল মহাশয়কে I-3874 ও **মিঠু মাঝি** স্বামী- বিশ্বনাথ মাঝি মহাশয়াকে I-3875/2024 নং দলিল মূলে আমার মক্কেল বিক্রয় করেন।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আলিখোজা, জে.এল নং 43, হাল 177 নং খতিয়ানে সাবেক ও হাল 380 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 21 শতকের মধ্যে 11 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, অসিত মন্ডল ও মিঠু মাঝি উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়ার, ব্যান্ডেল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Prob. Case No. 13 of 2023
D/F:14.08.2024

শ্রী সুবর্ণ পান্ডে............আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে **অসীমা পান্ডে** গত ইং ১২.০৭.২০২০ তারিখে ১৩৬৭/১ হিজলী কো-অপাঃ সোসাইটি, প্রেমবাজার, খড়গপুরে মারা যাওয়ায় গত ইং ৩১.০৮.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত ও খড়গপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত III- ৩৩/১৭ নং উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অবেদনকারী অত্র প্রবেট মোকদ্দমা করিয়াছেন।
উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

SCHEDULE

Dist.-Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (L), ADSR Office Kharagpur, Pargana Balarampur, Touzi No. 2896, Mouza- Sonamukhi, J.L. No.-188, R.S. Khatian No. 867 corresponding to Hijli Co-op. Society's Khatian No. 330, Chirasthayi Dakhalkar Swatwa, R.S. Plot No. 325, as per approved Samity's Naksha Plot No. 44, Bastu land, area- 9 dec. with a one-storied pucca building of 920 sq.ft.

-অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
তাং-০৪.০৬.২৪ **সেরেস্তাদার**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

সবুরা বিবি ওরফে সবুরা মন্ডল পিতা- মরহুম দাউদ রহমান সরকার, স্বামী নাসের আলি মন্ডল সাকিম পশ্চিম সাহাপুর, কালনা পূর্ব বর্ধমান- 713422 বিগত ইং- 11/01/2024 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-001/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মফিজুর রহমান সরকার** পিতা মরহুম ফজলুর রহমান সরকার, সাকিম- নান্দিনগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- 712152) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- 0468/2024 নং দলিল মূলে **মাকসুদ আলি মোল্লা** পিতা- আব্দুল ওহিদ মোল্লা সাকিম কেশববাটী, পান্ডুয়া, হুগলী-712134 মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা কেশববাটী, জে.এল.-77, হাল এল. আর 824 ও 825 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 174 দাগে পুকুর ষোল আনায় 75 শতক, সাবেক ও হাল 178 দাগে বাস্তু ষোল আনায় 35 শতক, সাবেক ও হাল 186 দাগে পুকুর ষোল আনায় 140 শতক, সাবেক ও হাল 184 দাগে ডোবা ষোল আনায় 23 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মাকসুদ আলি মোল্লা** পিতা- আব্দুল ওহিদ মোল্লা উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও. পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-
মফিজুর রহমান সরকার
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

দ্রুত বন্দে ভারত মেট্রো-সহ স্লিপার কোচ আসবে দেশে: রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশ এবার পেতে চলেছে বন্দে ভারত মেট্রো, এমনটাই সংসদে জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অপেক্ষার আর কয়েক দিন, তারপরই সরকারি ভাবে সামনে চলে আসবে বন্দে ভারত মেট্রো। যদিও তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ট্রেনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সংসদে এই বিষয় নিয়ে রেলমন্ত্রী জানান পাঞ্জাবের কাপুরথালার রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে বন্দে ভারত মেট্রো। বন্দে ভারত মেট্রোর ট্রায়াল রানও শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে বলেই জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি আরও জানান, যে সমস্ত শহর যাদের মধ্যে ১০০-১৫০ কিলোমিটারের দূরত্ব, সেইরকম স্থানেই চলবে এই বন্দে ভারত মেট্রো।

রেল দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বন্দে ভারত মেট্রো ট্রায়াল রান শুরু হয়ে গেছে। খুব দ্রুত তা জনসমক্ষে আসতে চলেছে। এর জন্য রেলের তরফ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ট্রায়াল রানের পরে যাতে দ্রুত বাণিজ্যিক ভাবে যাত্রী পরিষেবা শুরু করা যায়, সেই চেষ্টাও চালানো হচ্ছে। তবে ঠিক কবে নাগাদ যাত্রী পরিষেবা চালু হতে পারে, তা তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়ননি। রেল সূত্রে খবর, একেবারে নয়া প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে বন্দে মেট্রো। দ্রুত গতি তুলতে পারবে। দ্রুত গতি কমিয়ে ফেলতে পারবে বন্দে মেট্রো। ফলে কম সময়ের মধ্যে বেশি সংখ্যক স্টেশনে দাঁড়াতে পারবে বলে রেলের কর্তারা জানিয়েছেন।

রেল সূত্রে খবর, বন্দে মেট্রোয় কমপক্ষে ১২টি কোচ থাকবে। যে রুটে যেমন চাহিদা থাকবে, সেটার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে সংশ্লিষ্ট রুটে বাড়তি কোচ যুক্ত করা হবে কিনা। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৬টি কোচের হতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বন্দে মেট্রোয় কোচের সংখ্যা হবে ১২টি। সংশ্লিষ্ট রুটের চাহিদা এবং সংশ্লিষ্ট শহরের চাহিদার উপর নির্ভর করে সেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে ১৬ পর্যন্ত করা যেতে পারে। আপাতত কোনও রুট চূড়ান্ত হয়নি। দেশের কোন রুটে প্রথম বন্দে ভারত মেট্রো চালু হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও কোথায় বন্দে মেট্রো প্রস্তুত হচ্ছে, কেমন দেখতে তাই নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে তুঙ্গে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কমপ্যাক্ট মডেল সামনে এসেছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই ট্রেনে যাত্রীরা আরামে সফরের পাশাপাশি, খুব কম ভাড়াতেই দ্রুত ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও দেবে। দুই শহরের মধ্যে এই ট্রেনটি চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি বা দুটি শহরের মধ্যে যাতায়াতে বর্তমান ট্রেনগুলোতে যে সময় লাগে, তা কমাতে এই মেট্রো সাহায্য করবে। এর জন্য বিশেষ নকশাও প্রস্তুত করা হয়েছে। এই মেট্রো ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। মেট্রো নেটওয়ার্ক দেশের প্রায় ১২৪টি শহরকে ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে সংযুক্ত করবে। এই মেট্রোর একটি বিশেষ কনফিগারেশন রয়েছে। চারটি কোচ একটি একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করবে। একটা বন্দে ভারত মেট্রোতে প্রায় ১২টি কোচ থাকতে পারে। এই ১২টি কোচ দিয়েই শুরু হবে বন্দে মেট্রো। যাত্রীদের সাড়া, ভিড় ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই সংখ্যা ১৬টি কোচে বাড়ানো হতে পারে। ট্রায়াল রানে বন্দে ভারত মেট্রোর পারফরম্যান্স দেখার পরেই সারা দেশে এই মেট্রো চালু করা হবে।

এছাড়াও বন্দে ভারত ট্রেনেও স্লিপার কোচ শিঘ্রই আনা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা-সহ সুরক্ষার বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্লিপার কোচ তৈরি সম্পূর্ন হয়েছে বলেই জানান রেলমন্ত্রী। পাশাপাশি পুরানো এলএইচবি সব বগিকে নতুন প্রযুক্তির কোচে রূপান্তর করার বড় পরিকল্পনা ভারতীয় রেল হাতে নিয়েছে বলেও সংসদে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

মন্ত্রীর নকল প্যাডে জাল সই, রেলের টিকিট কনফর্মের চেষ্টা

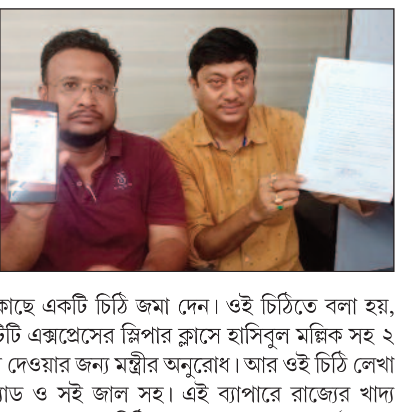

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিকিট কনফর্ম করতে মন্ত্রীর নকল প্যাডে সই জাল করে রেলকে চিঠি দেওয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল হাওড়াতে। সূত্রের খবর, গত ৩০শে জুলাই হাসিবুল মল্লিক নামে এক যুবক দক্ষিণ-পূর্ব রেলের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কাছে একটি চিঠি জমা দেন। ওই চিঠিতে বলা হয়, ৩১ জুলাই শালিমার এলটিটি এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসে হাসিবুল মল্লিক সহ ২ যাত্রীর টিকিট কনফার্ম করে দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর অনুরোধ। আর ওই চিঠি লেখা হয় মন্ত্রীর নামে নকল প্যাড ও সই জাল সহ। এই ব্যাপারে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের চিঠি জাল করে তা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়। শুধুমাত্র মন্ত্রীর প্যাড ব্যবহার নয় সই পর্যন্ত নকল করা হয়। এই ঘটনার খবর মন্ত্রীর কানেও পৌঁছায়। বুধবার এই বিষয়ে মন্ত্রীর তরফ থেকে শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এ ব্যাপারে একটি অসাধু চক্র কাজ করছে। গোটা ঘটনাটা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

সাঁকরাইলের কারখানায় চুরি, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৭ জুলাই তারিখে হাওড়ার সাঁকরাইল থানার আন্দুল রোডের একটি প্লাইউড কারখানার আলমারী ভেঙে নগদ ৯ লক্ষ টাকা চুরি হয়। এই ঘটনার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মূল আসামী তথা ওই কারখানার কর্মী বাপি হালদার (৪১) কে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া সিটি পুলিশ। তার কাছ থেকে নগদ ৭ লাখ ৭৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে, আদালত তাকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। চুরি যাওয়া বাকি টাকা সহ এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করবে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ফের একই লাইনে দুটি ট্রেনের ভিডিও ভাইরাল, 'বিভ্রান্তিকর পোস্ট' বলল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের প্রশ্নের মুখে দাঁড়ালো ভারতীয় রেল পরিষেবায় সুরক্ষার বিষয়। সাম্প্রতিককালে একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারতীয় রেলের পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে। তারই মধ্যে ফের একই লাইনে দেখা গেল দুটি ট্রেন। বড় দুর্ঘটনার থেকে যাত্রীরা রক্ষা পেলেও, নিরাপত্তা নিয়ে উঠল প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের চেরাগ্রাম স্টেশনে কাছে। সকাল ৬টা ২০ নাগাদ একই লাইনে দেখা যায় ৩৬০৭১ হাওড়া-গুরাপ লোকাল ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনকে। আর সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও গোটা বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই রেলের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। ৩৬০৭১ হাওড়া-গুরাপ লোকাল চেরাগ্রাম স্টেশনের বাইরে প্রায় ৬টা ২০ নাগাদ আটকে যায় এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সঠিকভাবে সংকেত মেনে নির্দিষ্ট গতিতে ট্র্যাকে চলছিল। বিভাগটি স্বয়ংক্রিয় সংকেত দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে স্বয়ংক্রিয় সংকেত অঞ্চলের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। রেলের কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিরাপদ। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য উক্ত ভিডিওটি গণমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে।'

একদিনের বৃষ্টিতেই জমা জলে ঝুঁকির যাতায়াত পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের টানা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হাওড়ার বামুনগাছি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় চত্তর। আর তারই মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে আসতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অভিবাবকথেকে ছাত্র-ছাত্রী সকলেই। স্কুল চত্বর সংলগ্ন রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে গিয়ে নর্দমা ও খানাখন্দ কিছুই বোঝার উপায় নেই। ফলত রাস্তা পেরোতে গিয়ে নর্দমায় পড়ে যাচ্ছেন অনেকেই। অনেকেরই বিপদ ঘটছে এমনটাই জানা যাচ্ছে স্থানীয় সূত্রে। যদিও স্কুলের অভিবাবকরা অভিযোগ করছেন এই জমা জলের সমস্যা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া যায় নি। যদিও এই প্রসঙ্গে হাওড়ার পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসকের কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, যেহেতু জায়গাটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আছে, তাই সেখানে পুরনিগম কোনও কাজ করতে পারছে না। যদিও তাদের পক্ষ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ না করলেও যদি হাওড়া পৌর নিগমকে সেখানে কাজ করার জন্য নো অবজেকশন দেয়। সেক্ষেত্রে পৌর নিগম তাহলে কাজ করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলেই জানান পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। যদিও স্কুলের অভিভাবকদের দাবি এই সমস্যা আজকে নয় দীর্ঘদিনের। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার কারোর কোনো হেলদোল নেই। বর্ষাকালে জল জমে থাকছে স্কুল চত্বরে। ওই স্কুলের বাইরে রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন ধরেই বৃষ্টি হলে ডুবে যায়। আর সেই জমা জলের মধ্য দিয়েই পেরিয়ে আসতে হচ্ছে পড়ুয়াদেরকে। অনেক সময় জমা জল থেকে বাঁচাতে পড়ুয়াদের কাঁধে করে স্কুলে নিয়ে আসতে দেখতে পাওয়া যায় বলেই স্থানীয় সূত্রের খবর।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২ অগস্ট ২০২৪ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার

শেষ পর্যন্ত দিল্লি যাত্রার ছাড়পত্র পেলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব

অশোক সেনগুপ্ত

আবেদনের ২৬ মাস বাদে কেন্দ্রীয় পরিষেবায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সুব্রত গুপ্তকে। ২০২২-এর মে মাসে কেন্দ্রীয় পরিষেবায় নিতে চেয়ে নবান্নে চিঠি দিয়েছিল দিল্লি। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে তার ইতিবাচক জবাব পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। কেন্দ্রীয় কর্মিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দফতর বিভাগের (ডিওপিটি) সচিবকে পাঠানো চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিবালয়ের যুগ্মসচিব এবং ডিওপিটি-র অবর সচিবকে।

সিনিয়রিটি এবং দক্ষতার নিরিখে বিভিন্ন রাজ্যের পদস্থ আইএএস অফিসারদের সচিব পদে মাঝে মাঝে নিয়োগ করে কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যের কোনও আইএএস অফিসারের কেন্দ্রীয় পোস্টিংয়ে রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমতি দরকার হয়। ২০২২-এ সুব্রতবাবুকে সচিব পদে নিয়োগ করতে চিঠি পাঠায় কেন্দ্র। রাজ্যের সম্মতি না পেয়ে তিনি নিজেও চিঠি দেন নবান্নের শীর্ষমহলে। কিন্তু জবাব পাননি।

তাহলে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের বাতাবরনের মাঝে কেন হঠাৎ অনুমতি দিল নবান্ন? সূত্রের খবর, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যসচিব ১৯৮৯ ব্যাচের আইএএস বি পি গোপালিকা আপাতত এক্সটেনশনে আছেন। এই বর্ধিত মেয়াদ শেষ হবে ৩১ আগস্ট। তাঁর পর ওই পদে যে দু'জনের নাম আসবে তাঁরা হলেন যথাক্রমে সুব্রত গুপ্ত এবং বিবেক কুমার। দু'জনই ১৯৯০ সালের ব্যাচের আইএএস। কিন্তু সিনিয়রিটির নিরিখে সুব্রতবাবু আগে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ বিবেকবাবু। এর আগে গোপালিকা এবং ওই পদে তাঁর দুই পূর্বসূরী আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মুখ্যসচিব করতে কোনও আমলাকে ডিঙোতে (সুপারসিড) হয়নি। এবারও রাজ্য বিতর্ক এড়াতে কোনও আমলাকে সুপারসিড করতে চায় না। তাই সুব্রতবাবুকে দিল্লি যাওয়ার অনুমতি।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পরিষেবায় সচিব হিসাবে এখন আছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মর্যাদার আধিকারিক ইন্দিবর পাণ্ডে এবং বিবেক ভরদ্বাজ। ওঁরা যথাক্রমে '৮৮ ও '৯০-এর ব্যাচের আইএএস। ইন্দিবরবাবুর কয়েক মাসের মধ্যেই অবসর নেওয়ার কথা। কিন্তু সুব্রতবাবুর চাকরির মেয়াদও রয়েছে আর ১০ মাস। আপাতত তিনি রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের দায়িত্বে। এত কম সময়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনুমতিপ্রাপ্ত আমলাকে তাঁরা দায়িত্বে নেবেন কি না, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা নিয়ে। তবে আগাগোড়া অতি উত্তম শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিষ্ঠাবান আধিকারিক হিসাবে তাঁর পরিচিতি এই স্বল্প সময়ের মেয়াদের বাধাকে টপকাতে পারে কিনা, সেটাই দেখার। এই মুহূর্তে বাংলার এক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক আছেন সুনীল গুপ্তা। তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর নিয়ে গিয়েছেন নিজের সচিব হিসাবে।

পুরনিয়োগের তদন্তে এবার সিবিআইয়ের স্ক্যানারে সব ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে উঠে আসছে নতুন সব তথ্য। পুরসভায় কর্মী নিয়োগের অনিয়মের পিছনে ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ বা ডিএলবি-এর এক বা একাধিক 'অদৃশ্য হাত' আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তদন্তকারীদের মনে। কারণ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই বা ইডির তথ্যে উঠে এসেছে, সময়ে-অসময়ে কর্মী নিয়োগের যাবতীয় অনুমোদন এই ডিএলবি থেকেই মিলত। এদিকে ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ বা ডিএলবি-এর ডিরেক্টর জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে তদন্তে নেমেছে সিবিআই। এর পাশাপাশি দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়ের ভূমিকা কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের নজরে।

কারণ, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ২৯ জনের একদিনে নিয়োগে অনুমোদন নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তারই সূত্রে ধরে জ্যোতিষ্মান ও পাঁচু রায়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু জ্যোতিষ্মানই নয়, এরইমধ্যে এবার বাকি পুরসভাগুলির ক্ষেত্রেও ডিএলবির ভূমিকা তদন্তকারীদের আতসকাচের নিচে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে অনিয়মের শিকড় কি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনস্থ এই ডিএলবি-তেই লুকিয়ে কি না তা নিয়েও। কারণ, তদন্তকারীরা মনে করছেন, এত অনিয়ম হচ্ছে আর এই সংস্থার কেউ জানছেন না সেটা সম্ভব নয়। আর সেই জায়গা থেকেই কারও না কারও অঙ্গুলিহেলনে বড়সড় আর্থিক রফা এখান থেকে শুরু হত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে তথ্য বলছে, দফায় দফায় রাজ্যের একাধিক পুরসভাকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দিয়েছে এই সংস্থা। ইতিমধ্যে সিবিআই চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, মোট ১৭টি পুরসভায় ১৮২৯ জন কর্মী নিয়োগে ছত্রেছত্রে অনিয়ম হয়েছে। এই জায়গায় তদন্তকারীরা মনে করছেন, ডিএলবি থেকে যেহেতু কর্মী নিয়োগের অনুমোদন মিলত, সে কারণে এখানে কারও না কারও 'অদৃশ্য হাত' থাকায় সহজেই অনিয়ম করে পুরসভাগুলি ছাড় পেয়ে যেত। আর এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, কলকাতা ছাড়া পুরসভাগুলিতে নিয়োগের অনুমোদন দিত ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ বা ডিএলবি। ২০১৭ সালে উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুরসভা এলাকায় পুরকর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হয়। সে সময় রাজ্যে কোনও পুরসভাতেই পরীক্ষা নেওয়ার নিজস্ব পরিকাঠামো ছিল না। লোকাল বডির কাছে সাহায্য চাওয়া হতো। ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ বা ডিএলবি থেকেই নিয়োগে অয়ন শীলের কোম্পানিকে কাজে লাগানোর সুপারিশ যায় বলে সূত্রের খবর। অয়ন শীলের সংস্থা এবিএস ইনফোজেন প্রাইভেট লিমিটেড ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের স্ক্যানারে। ডিএলবির একজন নাকি একাধিকজন এই দুর্নীতিতে যুক্ত, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

ইতিমধ্যে কয়েকজনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এমনকী পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর, ডিএলবি-এর অফিসে হানা দিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইলও তদন্তকারীরা নিয়ে গিয়েছেন। এই ফাইলের মধ্যে থেকেই পুর নিয়োগ কেলেঙ্কারির শিকড়ে পৌঁছাতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এই প্রসঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ জানান, 'ডিএলবিও অস্বীকার করলে আর কিছু বলার নেই। কারণ ওখান থেকেই তো বিষয়টা শুরু। মাথা হচ্ছে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী।' একইসঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলরের প্রশ্ন তোলেন, 'এখন সবাই যদি বলে কিছুই জানত না, তাহলে চাকরিটা হল কী করে? ১৮০০ লোককে ধরে নিয়ে যেতে হবে।' এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ডিএলবি-সহ সকলে এর দাবিদার, অংশীদার। পুরসভার চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব একার নয়। তার মাথায় মন্ত্রীর সেক্রেটারিরাও ছাড় পেতে পারেন না।' উল্টোদিকে তবে তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'তদন্ত শেষ হওয়ার আগে তো কিছু বলা যায় না। সর্বভারতীয় নিয়োগক্ষেত্রে নিট নিয়ে যা হয়েছে, তা নিয়ে তো সিবিআইয়ের মুখে কুলুপ। শুধু বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করা যে টার্গেট, তা বোঝাই যাচ্ছে।'

ফের আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের আবাস যোজনায় উঠল দুর্নীতির অভিযোগ। এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার অভিযোগের ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। মগরাহাটের এক ঘটনায় ৬ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের।

মগরাহাটের ১ নং ব্লকের উত্তরকুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৩-২৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাড়ি বানানোর টাকার অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগে সানোয়ার হোসেন লস্কর নামে স্থানীয় ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা করেন হাইকোর্টে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা পঞ্চায়েত প্রধান ভুয়ো নথির মাধ্যমে নয়-ছয় করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সৌরভের কারখানা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগে আমানতকারীদের টাকা, পরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কারখানার জন্য জমি। রাজ্যের এই জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেই হল মামলা। ইতিমধ্যে জমি প্রদান নিয়ে রাজ্যের রিপোর্ট চাইল চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলার বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ।

আমানতকারীদের প্রাপ্য না মিটিয়ে কীভাবে ১ টাকায় ৩৫০ একর জমি দিল রাজ্য। প্রয়াগ চিটফান্ডের আমানতকারীদের জনস্বার্থ আবেদন কলকাতা হাইকোর্টে। এবার সেই জনস্বার্থ আবেদন গেল বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে। যা চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলার জন্য বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ, সেখানেই গেল আবেদন। রাজ্যের বক্তব্য শুনে শুনানিতে সবুজ সঙ্কেত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। জানা গিয়েছে, প্রয়াগ ফিল্মসিটির জন্য ৭৫০ একর জমি নেওয়া হয়েছিল। আমানতকারীদের ২৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে রয়েছে প্রয়াগ ফিল্ম সিটি প্রকল্পে।

ছাত্র সমাবেশের পোস্টার লঞ্চ করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র সমাবেশের পোস্টার লঞ্চ করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। এবারের সমাবেশ উপলক্ষে থাকবে বিশেষ গান ও পুস্তিকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে এই পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে।

২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে লক্ষ্য ২০২৬। এই লক্ষ্যেই ছাত্র পরিষদের সমাবেশ সফল করতে প্রস্তুতি নিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের মতো এই ছাত্র সমাবেশে টার্গেট লক্ষাধিক সমাগম। আগামী ২৮ অগাস্ট সকাল থেকেই রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে সমাবেশে যোগ দিতে আসবেন ছাত্র-ছাত্রীরা। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ ছাড়া এবারেও এই সমাবেশ উপলক্ষ্যে একটি গান তৈরি করা হয়েছে যা প্রচার করা হবে। আগামী ১ তারিখ গান্ধি মূর্তির পাদদেশে সমাবেশ উপলক্ষ্যে পোস্টার লঞ্চ করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে, রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসতে চলেছেন মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে সকাল ও সন্ধ্যা মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী পৌঁছে যাবে। মালদা ও দুই দিনাজপুর থেকেও অন্যবারের তুলনায় বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসবেন বলে আশাবাদী তারা।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব বলছে জঙ্গলমহল থেকেও আসছে বহু ছাত্রছাত্রী। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ যে বাংলার নতুন প্রজন্মের উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি, দলের পক্ষ থেকে তা বোঝাতে চাইছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের ফলকে মনে করিয়ে দিয়ে এই প্রস্তুতি প্রচার চলছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এবারও ছাত্র সমাবেশকে কেন্দ্র করে কর্পোরেট ধাঁচে স্বেচ্ছাসেবক পোস্টিং, কার পার্কিং এবং জেলার সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য বিশেষ টিম রাখছেন ছাত্রনেতারা।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ছাব্বিশতম বর্ষে লক্ষ্য ২০২৬ সাল। এটাই এবারের সভার মূল আঙ্গিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনতে সকলে মুখিয়ে রয়েছেন। আমরা এই সমাবেশ সফল করতে সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি।' যাঁরা দূরের জেলা থেকে আসছেন তাঁদের থাকার জন্য ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র ও নেতাজ ইন্ডোরের একাংশে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী বিধানসভার লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে কী বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিকেই নজর সকলের।

এসএফআই-এর আন্দোলনে জয়, ফি বৃদ্ধি হচ্ছে না প্রেসিডেন্সিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন :এসএফআইয়ের আন্দোলনের জয়। ফি বৃদ্ধি হচ্ছে না প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কর্তৃপক্ষের ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে লাগাতার প্রায় ১০ দিন অবস্থান চালিয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই কর্মী সমর্থকরা। বুধবার উপাচার্যকে ঘেরাও করেন তারা। টানা ২০ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখা হয় উপাচার্যকে। টানা এই আন্দোলনের পর বৃহস্পতিবার কর্তৃপক্ষ মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। তারা জানিয়ে দেয় ফি বৃদ্ধি হচ্ছে না।

এসএফআই নেতা দেবনীল পাল জানান, ' প্রেসিডিন্সি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষে কোন ফি বৃদ্ধি হবে না। তবে আমরা জানিয়েছি আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষা বর্ষের জন্য ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব আসলে সেখানেও পড়ুয়াদের সাথে আলোচনা না করে কিছু করা যাবে না।'

তবে এদিন এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে ভর্তি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এসএফআই কর্মীদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়নি। রেজাল্ট বেরিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকে শুধু নিজের নিজের ফল দেখতে পারছে। ছাত্র সংগঠনের দাবি স্বচ্ছতার স্বার্থে অবিলম্বে মেরিট লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। এর পাশাপাশি তাদের আরও দাবি যে, কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া অফলাইন মাধ্যমে করতে হবে। অফলাইনে কাউন্সিলিং না হওয়ায় কোনভাবেই সমস্ত বিভাগের সমস্ত আসন ভর্তি হচ্ছে না। কোভিডের সময় অনলাইনে কাউন্সিলিং শুরু হয়। তারপর থেকে তা হয়ে আসছে কয়েক বছর। এসএফআইয়ের দাবি এর ফলে আসন ভর্তি হচ্ছে না। যার জেরে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে ২-৩ মাস ধরে, ব্যাহত হচ্ছে সঠিক সময় পরীক্ষা, পর্যাপ্ত ক্লাস, পিছিয়ে পড়ছে সেকেন্ড বা থার্ড রাউন্ডে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ারা।

রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ফের ম্যালেরিয়া আক্রান্তের মৃত্যু। প্রাণ হারালেন বেহালা সখেরবাজার এলাকার এক বাসিন্দা। মৃতের বয়স বছর ৪৭। সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি প্রথমে বিষ্ণুপুরের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি ছিলেন ১২ দিন,জ্বরে ভুগছিলেন। এরপর তাঁকে টালিগঞ্জের এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

এই মাসে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ জন। এ বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় ডেঙ্গিকে পিছনে ফেলে একেবারে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে ম্যালেরিয়া। এ বছর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪৫ জন। সেখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫০ জন। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। এদিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে পুরুলিয়ায়। একমাসের মধ্যে জেলায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৬। এর মধ্যে শুধুমাত্র বলরামপুর ব্লকেই শিশু ও বয়স্ক মিলে ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গতকাল বলরামপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

জামাইকে নিচু জাত বলায় মামলা গড়াল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পারিবারিক অশান্তি প্রায়ই পৌঁছায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। তবে শ্বশুর-জামাইয়ের ঝগড়া হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছানো বিরল-ই বলা যায়। তবে এই ঘটনারও সাক্ষী রইল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার সূত্রপাত বছর পাঁচেক আগে। জামাইকে শ্বশুরমশাই এমন কথা বলেছিলেন যে তার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয় গ্রেফতারি পরোয়ানা। সেই পরোয়ানা থেকে অব্যাহতি পেতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শ্বশুর। বুধবারই ছিল শুনানি। কিন্তু সেখানেও কোনও লাভ হয়নি। হাইকোর্ট ওই শ্বশুরের আর্জি খারিজ করে দেয়। নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় যাতে তিনি অংশ নেন, সেই নির্দেশই দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ। অভিযোগকারী জামাই উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল এলাকার বাসিন্দা। তাঁর শ্বশুরবাড়ি পঞ্জাবে। জামাইয়ের অভিযোগ, ২০১৯ সালে পঞ্জাবের বাসিন্দা এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ে পর কিছু আচার-রীতি পালনের জন্য তাঁর স্ত্রীকে পঞ্জাবে নিয়ে যায় আত্মীয়রা। ২০১৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর অভিযোগকারীর স্ত্রীকে পঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১০ দিন পর তাঁকে আনতে যান স্বামী। অভিযোগ, সেই সময় শ্বশুর তাঁকে শারীরিক হেনস্থা করেন। শুধু তাই নয় জাত তুলে গালাগালি দেন বলেও অভিযোগ শ্বশুরের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ শ্বশুর জামাইকে 'নিচু জাত' বলে গালি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার মতো নিচু জাতের লোকের বাড়ি আমার মেয়ে যাবে না।' এরপরের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ৪ মার্চ ফের স্ত্রী'কে আনতে পঞ্জাবে যান ওই ব্যক্তি। কিন্তু সেবারও শ্বশুরবাড়িতে জামাইকে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। এরপর আর থেমে থাকেননি জামাই। রাজ্যে ফিরে জগদ্দল থানায় শ্বশুরের বিরুদ্ধে এফআইআর করেন তিনি। ২০২২ সালের ১৮ মে বারাসত আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। শ্বশুরের বিরুদ্ধে তফশিলি জাতি-জনজাতি আইনে মামলা রুজু করে চার্জশিট দিয়েছিল পুলিশ। একাধিক বার সমন জারির করার পরও শ্বশুর হাজিরা না দেওয়ায়, তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে বারাসত আদালত।

এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত শ্বশুর। তাঁর দাবি, জামাই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। তাই এফআইআর বাতিলের আর্জি জানান আদালতে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ তদন্ত না করেই চার্জশিট জমা দিয়েছে। তবে শ্বশুরের আবেদন খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি জানান, পুলিশ তফশিলি জাতি-জনজাতি আইনে চার্জশিট দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সৌজন্যতার সাক্ষী রইল বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাদল অধিবেশনের প্রায় শেষ লগ্নে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সৌজন্যের জোড়া নজির তৈরি হল রাজ্য বিধানসভায়। বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গের গজলডোবায় ভোরের আলো পর্যটন প্রকল্প দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। আবার দুই শিবিরের ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই বিধায়ক নিজের কেন্দ্রে অপর সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার দাবি জানালে তাঁদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, গজলডোবার 'মেগা টুরিজম হাব'-এর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের অনেকটাই বাস্তাবায়িত হয়ে গিয়েছে। 'ভোরের আলো' কটেজ, যুবকল্যাণ দফতরের আবাসন, পর্যটকদের নানা ধরনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হার্বার সেতুর আদলে প্রকল্প। এলাকায় নতুন সেতু চালু হয়েছে। একাধিক বেসরকারি হোটেলও রয়েছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সেই পর্যটন কেন্দ্র দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান মন্ত্রী। বিজেপি বিধায়করা মন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিকে, প্রশ্নোত্তর পর্বের শুরুতেই অতিরিক্ত এক প্রশ্নে কেতুগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সেখ শাহনওয়াজ তাঁর কেন্দ্রে 'অট্টহাস' সতীপিঠকে কেন্দ্রের পরিকাঠামো বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেন। আবার বিজেপির খেজুরি বিধানসভার বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক বলেন, হিজলি শরিফে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের নিত্য যাতায়াত রয়েছে। সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য পর্যটন মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান তিনি। উভয় বিষয় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ইন্দ্রনীল বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ ও সংহতি রক্ষা করার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে বাংলা। এ রাজ্যের সরকারও তা নিয়ে পারস্পরিক মেলবন্ধনে সচেষ্ট।

টেক-অফের ঠিক আগে যান্ত্রিক ত্রুটি মিলল বিমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বিমানে আটকে যাত্রীরা। ইন্ডিগোর বিমানে দীর্ঘ এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল যাত্রীদের। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় বিমানের ভিতরেই অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। বিমান পরিষেবায় এমন অবহেলায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রের খবর, বুধবার সন্ধে ৭টা ২৫ মিনিট নাগাদ কলকাতা থেকে রাঁচির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল ইন্ডিগো সংস্থার ৬ই ৭৬৭৪ বিমানের। সেই মতো নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রীদের বিমানে বোর্ডিং করানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও, বিমান ছাড়েনি। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর, সাড়ে ৮টার পর বিমানটি রাঁচির উদ্দেশে রওনা দেয়। তবে , বিমানটি টেক অফ করার আগেই যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ট্যাক্সি বে থেকে রান বে-র দিকে যাচ্ছিল বিমানটি, সেই সময় ইঞ্জিন থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির সঙ্কেত মেলে। এরপরই পাইলট কলকাতার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বিমানটি ঘুরিয়ে বে নম্বর ১১ এল-এ নিয়ে আসে।

সংশ্লিষ্ট উড়ান সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা এসে যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতি কাজ শুরু করে। দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে চলে সেই কাজ। গোটা সময়টাই যাত্রীরা বিমানের মধ্যেই অপেক্ষা করেন। বারংবার এই ধরনের ঘটনায় বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই যাত্রী সুরক্ষা নিয়েও।

সম্পাদকীয়

পুরো জীববৈচিত্রই উধাও হয়ে গিয়েছে চূর্ণী নদী থেকে

বহু স্মৃতিবিজড়িত নদিয়া জেলার চূর্ণী নদী আজ সংস্কারের অভাবে নোংরা আবর্জনায় পূর্ণ সরু খালে পরিণত। কিন্তু আজ থেকে আনুমানিক চল্লিশ বছর আগেও চূর্ণী নদীর জল স্বচ্ছ ছিল। নদীর বালির পাড়ে স্বচ্ছ জলে আঁশবেলে, বাটা, ছোট চিংড়ি, পুঁটিমাছ দেখা যেত। নদীতে গুণটানা বড় নৌকা চলত। কিন্তু আজ সবটাই অতীত। কেন এই রকম হল, সেটা বলার আগে চূর্ণীর ইতিবৃত্ত জানা দরকার। চূর্ণী আগাগোড়া নদিয়ারই নদী। উত্তরে করিমপুরের হোগলবেড়িয়ার পদ্মার শাখা থেকে উৎপত্তি মাথাভাঙা নদীর; সেখান থেকে মুরুটিয়া পেরিয়ে শেখপাড়া হয়ে তা চলে গিয়েছে বাংলাদেশে। সেখান থেকে মাথাভাঙার প্রবাহ কিছু পথ পেরিয়ে কৃষ্ণগঞ্জ হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। সীমান্ত থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে গোবিন্দপুর হয়ে পাবাখালিতে এসে মাথাভাঙা দু'ভাগে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমের শাখাটি চূর্ণী নদী নামে প্রবাহ শুরু করে। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বয়ে যাওয়া চূর্ণীর বেশির ভাগ অংশই রয়েছে ভারতের সীমানায়। এক সময় চূর্ণী নদী ছিল পরিবহণের অন্যতম মাধ্যম। বড় বড় নৌকাতে মালপত্র পরিবহণে বহু মানুষের জীবন চলত। রুই, কাতলা, বোয়াল, গলদা চিংড়ি, সুস্বাদু কালবোস মাছ পাওয়া যেত নদীতে; মাছ ধরে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হত। নদীর গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী ছিল সুদি-কচ্ছপ ও কালো ডলফিন। জাল ফেললেই মাছের সঙ্গে পাওয়া যেত একগাদা গেঁড়ি-গুগলি। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যেত নদীর দু'ধারের গাছগুলোতে। কিন্তু এখন আর কিছু পাওয়া যায় না। পরিবেশকর্মীদের মতে, পুরো জীববৈচিত্রই উধাও হয়ে গিয়েছে নদী থেকে। কারণ, বাংলাদেশের দর্শনাতে চিনি ও মদের কারখানার অপরিশোধিত দূষিত বর্জ্য, রানাঘাট শহরের একাধিক অঞ্চলের বর্জ্য সরাসরি চূর্ণীর জলে মেশে। এর ফলে নদীর জল বিষাক্ত হয়ে, কালো বর্ণ ধারণ করছে। বিষাক্ত জলে মাছের মড়ক দেখা দিয়ে বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে। নদীতে স্নান করলে চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। নদীর দু'ধারের গাছগাছালি উধাও হয়ে সেখানে দখলদারির কলোনি গড়ে উঠেছে। তা হলে কি চূর্ণী বাঁচবে না? এ ভাবেই এক দিন হারিয়ে যাবে মানচিত্র থেকে! রাজ্য সরকার একটু বিবেচনা করুক, যাতে চূর্ণী নদীকে বাঁচানো যায়।

শব্দবাণ-৪

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. অতি প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ৩. মড়ার মাথা ৬. হিন্দু ও মুসলমানদের উপাস্য ৭. শাসনতন্ত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চোখের আড়ালে অবস্থিত ঝরনা ২. বড়ো শহর ৪. কলম রাখার পাত্র ৫. তালাবদ্ধ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩

পাশাপাশি: ১. জাঁকর ২. দুর্ভিক্ষ ৫. বয়ান ৮. খলজি ৯. সরসী।

উপর-নীচ: ১. জাঁকালো ৩. ক্ষমার্হ ৪. পেয়ারি ৬. উন্মুখ ৭. ক্রন্দসী।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১৮৪১ *হিন্দু গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মদিন।*

১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিদ্যাচরণ শুক্লার জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয় রূপানির জন্মদিন।*

আজ ২ আগস্ট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধু চিরস্মরণীয়ই নয়, এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী

স্বপন কুমার মণ্ডল

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) এই তিনজনের মধ্যে মিল বলতে সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন এবং প্রত্যেকেই বিংশ শতাব্দীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু এই মিলের পর্দাটি সরিয়ে দিলেই তাঁদের অমিল প্রকৃতিটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রকট হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তখন মনে হয় এ যেন গুণের কদরকে উপেক্ষা করে বয়সের গরিমায় কারও মূল্যায়নে ব্রতী হওয়ার হীন কৌশলে আশ্রয় নেওয়া। কেননা ব্যক্তিত্বত্রয়ী এতটাই স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে, তাঁদের মধ্যে তুল্যমূল্যের কোনো অবকাশই নেই। এজন্য তৃতীয়জনের প্রাসঙ্গিকতায় প্রথম ও দ্বিতীয়জনের অনুষঙ্গ এসে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মেলানো যায় না। সূর্যের আলোতে আলোকিত চাঁদের এক যাত্রায় পৃথক ফলের সম্ভাবনা না থাকলেও তার বাতিক্রমে তা ঘটতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। একে তো তিনি বিজ্ঞানের চাদরে নিজেকে সর্বদা মুড়ে রাখতেন, তার উপর জনপ্রিয়তার সদর রাস্তায় তাঁর যাতায়াত ছিল না। এজন্য নিরস বিজ্ঞানের নিমগ্ন সাধনায় নিজেকে সঁপে দিতে গিয়ে জনমানস থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তাঁর (জন্ম ২ আগস্ট) চেয়ে মাস চারেকের বড় রবীন্দ্রনাথের ক্রমশ জনমোহিনী জনসমাদরের আলোর বিপ্রতীপে তাঁর জনপ্রিয়তা বিকশিত হওয়ার অবকাশ তো পায়নি, বরং উল্টে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আরও প্রায় চার বছর (মৃত্যু ১৯৪৪-এর ১৬ জুন) প্রফুল্লচন্দ্র বেঁচে ছিলেন। সেই দীর্ঘজীবনও তার জনপ্রিয়তার সহায়ক হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রাদিত্যের অনুকূল পরশে জনসমাদরের হাতছানিতে নিজেকে অনেকটাই মেলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। এজন্য অবশ্য তাঁর মানসপ্রকৃতিই তাঁকে সেদিকে এগিয়ে দিয়েছিল। তিনি আপাদ-মস্তক বিজ্ঞানী হলেও নিবিড় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আর সেদিক থেকে বছর তিনেকের বড় হয়েও জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং সেই সূত্রে তাঁদের মধ্যে হার্দিক সখ্যতাও গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ছিল না। তার উপর প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের স্বক্ষেত্র ছেড়ে সাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়ানো তো দূর অস্ত, উকি দিতেও তাঁর দ্বিধা ছিল।

এজন্য তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র তথা সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর সাহিত্যচর্চাকেও তিনি সুনজরে দেখেননি। এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্রাঘাতে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিজ্ঞানচর্চাকে লেখনীর মাধ্যমে জনপ্রিয় করার প্রয়াসও চালাননি। তাঁর সে-সব বিজ্ঞান-গবেষকদের জনাই সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। ফলে রবীন্দ্রাদিত্য যেখানে জগদীশচন্দ্রের পূর্ণচন্দ্রের সহায়ক হয়ে উঠেছে, সেখানে প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে চন্দ্রগ্রহণ হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই গ্রহণ তাঁর সার্ধশতবর্ষেও যে কাটেনি, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতোয়ারা বাঙালিই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি উদাসীন হয়ে ছিলেন। অন্যদিকে গ্রহণের মধ্যেও যেমন চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব অবিনশ্বর থাকে, প্রফুল্লচন্দ্রও তেমনি বিজ্ঞানের খাসতালুকে আচার্য হয়েই বিরাজিত থাকবেন। সেক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের 'বসু বিজ্ঞান মন্দির', রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী'র মতো প্রফুল্লচন্দ্রের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠাতার আত্মপরিচয়ে আজও গৌরবান্বিত। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অন্য কারণে। এবার সেই কথায় আসা যাক।

বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণোত্তর পরিসরে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যে-দুজন কৃতী বাঙালির ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, তাঁরা হলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রথমজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যানুরাগী হিসাবে বাঙালি মানসে শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়েছেন। দ্বিতীয়জনের পক্ষে শ্রদ্ধা অর্জন সহজ হলেও জনপ্রিয়তা সহজ লভ্য ছিল না। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গপ্রতিরোধী আবেগ সমান্তরে পলেস্তারার মতো খসে পড়ায় বিস্মৃতির ইঁটের পাঁজর বেড়িয়ে পড়ে। ফলে ভারতের প্রথম ফার্মাটিক্যাল কোম্পানি ও 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' ক্রমে তথ্যের ইতিহাস হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্র এর বাইরে ঠিক কী আবিষ্কার করেছিলেন, তা আজও সাধারণ্যে প্রচারলাভ করেনি, উল্টে তাঁর আবিষ্কৃত মারকিউরাস নাইট্রেট নিয়ে পত্রপত্রিকায় অবাঞ্ছিত বিতর্কের অবকাশ তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিজ্ঞানের পাদপীঠেও জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। আসলে এই ব্যর্থতার নেপথ্যেই প্রফুল্লচন্দ্রের সার্থকতা বিরাজমান। জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার মধ্যে মূল্যায়নের অভাব থাকলে পাঁচসিকে বাঁচানো ছাড়া অন্যকিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিক থেকে সাধারণ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের অস্তিত্ব কেবল বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ স্থিত হয়েছে। অথচ মানুষটির জীবনযাপন ও কর্মসাধন প্রকৃতিই মানুষটির সবচেয়ে বড় পরিচয়, জাতীয় জীবনে অমূল্য মহার্ঘ্য। প্রতিভার আত্মপ্রকাশ দুরূহ কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাকে আত্মগোপন করা আরও দুরূহ। আর তা প্রতিভার পরাকাষ্ঠাতেই সম্ভব। সেই প্রতিভায় প্রতিভাশালী ছিলেন চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র। ছোটবেলা থেকে বয়ে চলা রুগ্ন শরীরে আজীবন অতি দীন-হীন বেশে তা সপ্রমাণ করে গিয়েছেন। অন্যদিকে সাধনার জন্য সাধকের ভূমিকায় কতটা সংযম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তার পরিচয়েও প্রফুল্লচন্দ্র অনন্যসাধারণ হয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজে'র এই প্রাক্তন অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য সদা সতর্ক ছিলেন। এজন্য তাঁর পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পরিত্যক্ত ডাবের ভাঙা খুলির ভেতরের শাসটি দেখানো সম্ভব হয়েছিল। আদতে তিনি ঝুনো নারকেলের কঠিন আবরণের মধ্যে শাঁস-জলকে লুকিয়ে রাখার মতো চারিত্রিক কঠোরতার মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতাকে আজীবন বয়ে চলেছেন। অথচ কাউকে কখনোই বুঝতে দেননি। এখানেই তাঁর মহানুভবতা এবং এজন্যই তাঁকে ঋষিকল্প বিজ্ঞানী মনে হয়। এই বিরল মহত্ত্বের দৃষ্টান্তেও প্রফুল্লচন্দ্র চিরস্মরণীয়ই নয়, অবিস্মরণীয়ও।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম

ডা শামসুল হক

পারদের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন অতি মূল্যবান এক পদার্থ। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সফল ও হয়েছিলেন। সেটা ১৮৯৫ সালের কথা। তখন এই দুই পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন যে যৌগিক উপাদান তিনি সৃষ্টি করেছিলেন রসায়নের ভাষায় তার নাম মারকিউরাস নাইট্রেট। আর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের ল্যাবরেটরিতে তা বিশেষভাবে পরিচিত হল রসসিঁদুর নামে। বলাই বাহুল্য, আয়ুর্বেদ জাহানে এই বস্তুর চাহিদা যে কি বিশাল তা জানেন এই বিভাগের বিশেষজ্ঞরাই। অনেক মূল্যবান আয়ুর্বেদিক ওষুধের মূল উপকরণ হল এই রসসিঁদুরই। তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। একাধারে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি। অপরদিকে বিজ্ঞানের জগতে বিশাল আলোড়ন তুলে করে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নতুন এক ইতিহাসের। আবার নানান সময়ে অনেক সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে সব শ্রেণীর মানুষের একেবারে কাছাকাছিও পৌঁছে যেতে পারতেন তিনি। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, সমাজ সচেতক এবং অবশ্যই দেশপ্রেমিকও।

মহান এই মানুষটির জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট বাংলাদেশের খুলনা জেলার অখ্যাত এক গ্রাম বাড়ুলিতে। তাঁর বাবা ছিলেন সেখানকার অতি পরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত এক জমিদার। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ছিল তাঁর অন্য বিশেষ এক ধরণের আকর্ষণ। তাই নিজের বাড়িতেই তিনি স্থাপন করেছিলেন একটা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং একটা সুবিশাল লাইব্রেরীও। দেশবিদেশের প্রচুর বইপত্তরে ঠাসা থাকত সেই পাঠাগার।

বাবার তৈরি স্কুলেই প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনার কাজ শুরু করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তারপর ১৮৭০ সালে তাঁদের পরিবারের সকলেই খুলনা ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। তখন তাঁর বয়স দশ বছর। ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। সেই স্কুল থেকেই তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৮৭৮ সালে। তারপর ভর্তি হন মেট্রোপলিটন কলেজে। সেখান থেকে বি.এ (বি) ১৮৮২ সালে। সেইসময় সেই ডিগ্রিটির অর্থ ছিল বিজ্ঞানের স্নাতক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া।

তারপর আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতের পথে পা বাড়ান প্রফুল্লচন্দ্র। উদ্দেশ্য রসায়ন শাস্ত্রে আরও জ্ঞান অর্জন করা। ভর্তি হন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারত সরকারের তরফ থেকেই অবশ্য তাঁর সেই বিলেত সফর। তখন গিলক্রাইষ্ট স্কলারসিপের দৌলতেই তিনি পেয়েছিলেন সেই সুযোগ। আর তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয় ছাত্র, যিনি এই ধরণের বৃত্তি পেয়ে প্রথম বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৫ সালে বি.এস.সি পাশ করেন প্রফুল্লচন্দ্র। তারপর ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক পি. জি. টেট এবং প্রফেসর ব্রাউনের অধীনে অজৈব রসায়নের উপর গবেষণা করে তিনি অর্জন করেন বি.এস.সি ডিগ্রি ১৮৮৭ সালে।

বিদেশের শিক্ষা সেইসঙ্গে গবেষণার কাজ শেষ করার পর ১৮৮৮সালে দেশে ফিরে আসেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। যোগ দেন কলকাতারই বিখ্যাত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজে। তখন রসায়ন শাস্ত্রেরই প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপত্র পান তিনি। আর অধ্যাপনার পাশাপাশি রসায়ন নিয়ে বিশেষ গবেষণার কাজ ও শুরু করে দেন তিনি।

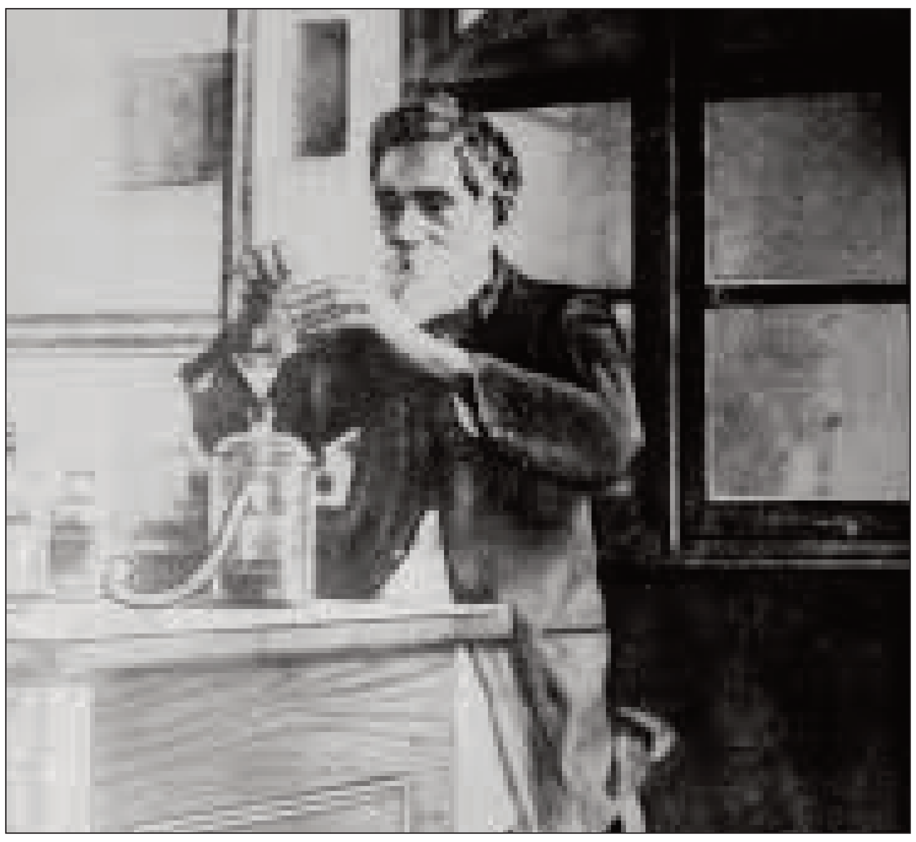

সহজ, সরল এবং আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেও কিভাবে একজন মানুষ কিভাবে উচ্চতর আদর্শে সফলতা অর্জন করতে পারেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন এই মানুষটাই। তিনি ছিলেন মহান কর্মবীর। তাই তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল কেমিক্যালস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস নামক একটি ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থাও। বিভিন্ন ধরণের ঔষধ সহ নানান প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুতকারী সেই প্রতিষ্ঠানের দৌলতেই সেইসময় কত মানুষ যে রুজি-রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তা সত্যিই বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আর আস্তে আস্তে সেই কারখানাটাই একসময় ভেষজ শিল্পের ঐতিহ্যবাহী এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবারই নজর কেড়েছিল। তাতে তাঁর অনেক দিনের মনের ইচ্ছেও পূরণ হয়েছিল বৈ কি। কারণ তিনি সবসময়ই চাইতেন দেশের যুবসমাজ যেন কখন ই চাকরির জন্য ইংরেজ সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকে। কারণ তিনি জানতেন যে, ইংরেজরা ভারতীয় যুবকদের মনের মধ্যে চাকরির নেশা ধরিয়ে একেবারের জন্যই কিনে নিতে চাইবে। আবার সেইভাবে তাদের দখল নিতে পারলেই তারা অতি অবশ্যই দূরে সরে থাকবে স্বদেশী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকেও। আর সেটা সম্ভব হলেই ব্রিটিশ সরকারও থাকবে একেবারে নিশ্চিন্তেই। তাই তিনি সকলকে এটাই বোঝাতে চাইতেন যে, এদেশের বেকার যুবকদের চাকরি দিয়ে ইংরেজ শাসকরা এ দেশের রাজনৈতিক ধারটাকে একেবারে ভোঁতা করে দিতেই চাইছে।

শিক্ষা ও শিল্পের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম ছাড়াও অকৃতদার এই মানুষটি মহান এক দাতা হিসেবেও সব শ্রেণীর মানুষের কাছেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছেন। ১৯২২ সালে বাংলায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে তিনি দান করেছিলেন প্রচুর অর্থ। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন উদ্ধারেরই কাজে।

কর্মজীবনেও দেশের মান বৃদ্ধির জন্য তিনি করেছেন অনেক কিছুই। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সি.আই.ই এবং নাইট উপাধিতে সম্মানিত করেন। কলকাতা, ঢাকা এবং বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কর্তৃক তিনি পান ডি.এস.সি উপাধি। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি পান সম্মানজনক উপাধি। লণ্ডনের ক্যামিক্যালস সোসাইটি ১৯৩৪ সালে তাঁকে তাঁদের আজীবন সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন।

পণ্ডিত এই মানুষটির সাহিত্যের প্রতিও ছিল নিবিড় আকর্ষণ। সেই সময়ের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হতে তাঁর বিভিন্ন ধরণের লেখা। History of Hindu chemistry নামের একটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি।

১৯৪৪ সালের ১৬ ই জুন মহাপ্রয়াণ ঘটে এই মহামানবের। এই বৎসর তাঁর একশত চৌষট্টিতম জন্মবার্ষিকী। তাই ২রা আগষ্ট তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।

আনন্দকথা

ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাব। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে — বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশুনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, ঋষির অন্তর্দৃষ্টি; ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিতেছেন, "মা! এ-ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!"

যে-ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন ও মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা, আনুন না।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল নেতাকে সোনা চোর বলে কটাক্ষ বিধায়কের, পালটা তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ফেসবুক লাইভ করে বিজেপি বিধায়ক এবার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দুর্নীতি, শারীরিক গঠন ও চরিত্র নিয়ে তোপ দাগলেন। আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ কয়েকদিন আগে ফেসবুক লাইভ করে খানাকুল দু' নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিককে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন। তিনি তাঁকে নাম করে সরাসরি সোনা চোর বলে তোপ দাগেন।

এই ঘটনার পালটা বৃহস্পতিবার প্রেসমিট করে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিক খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের কঠোর সমালোচনা করলেন। বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ফেসবুক লাইভে বলেন, 'বিজেপি জনগণের জন্য লড়াই করছে। খানাকুলের বড় একটা সোনা চোর রয়েছে। রমেন প্রামাণিক নাম। এই চোরটা শুধু একটা চুরি করেনি, দু' কোটি টাকার একটি সরকারি সম্পত্তি বেচে দিয়েছে। সরকারি সম্পত্তি বেচে দেওয়ার প্রতিবাদে বিজেপি খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ঘেরাও করবে। তাছাড়া ঘন্টেশ্বর ইলেকট্রিক চুল্লির ৮০ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি পড়ে রয়েছে। সেই বিদ্যুৎ বিলের টাকা যাচ্ছে কোথায়।' সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। তিনি বলেন, 'সেই টাকা রমেন প্রামাণিক ও তাঁর চ্যালারা লুটেপুটে খাচ্ছে। কয়েক কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলিতেও দুর্নীতি হয়েছে বলে তিনি ফেসবুক লাইভে বলেন। খানাকুল মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান রমেন প্রামাণিক পুরো টাকা খাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন।

এদিন খানাকুল দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিক পালটা প্রেসমিটে বলেন, 'খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ একজন অপদার্থ লোক। তিনি পুরুল জালি ও বাটি সাবানের সঙ্গে বিধায়কের তুলনা করেন।' তিনি সোনা চুরি প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি একটা বিষয় নিয়ে মামলা করেছিলাম তার পালটা হিসাবে সোনা চুরির মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় আমি এ-ফার এম এফ পেয়েছি (প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি)। উনি বিহার থেকে জাল সার্টিফিকেট নিয়ে আসা মাল। এজন্য ওঁকে পুরুল জালি বিধায়ক বলি। আমি সোনা চুরি করেছিলাম না করিনি উনি দেখে ননি। আপনার বাপ ফানা পুকুরে নোংরা জল দুধে মেশাতেন সেটা আমি দেখেছি বলেন'

মিড মিলের চাল, গম বিক্রি করার জন্য নিদিষ্ট ট্রেন্ডার হয়। সেটা দেখে পঞ্চায়েত সমিতি। খানাকুল মার্কেটিং সোসাইটি ডিস্ট্রিবিউটরদের মাল সরবরাহ করে। কোন ডিস্ট্রিবিউটর কম দেবে সেটা দেখার দায়িত্ব মার্কেটিং সোসাইটি নয়। সেটা দেখার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও খাদ্য দপ্তর রয়েছে। সব মিলিয়ে এই দুই নেতার বাক যুদ্ধে খানাকুলের রাজনৈতিক বাতাবরণ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

হকার উচ্ছেদ অভিযানে চেয়ারম্যানের পায়ে মা-খুদের কাতর আর্তি বিফলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বর্ধমান শহরে হকার উচ্ছেদ অভিযানে নামেন পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন এবং পুরসভার আধিকারিকরা।

সকাল থেকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় একাধিক দোকান। গত মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত মানুষ ও ব্যবসায়ীরা জোর করে সরকারি জায়গা দখল করে বসে রয়েছে। তাদের একমাসের মধ্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়সীমা শেষ হতে না হতেই উচ্ছেদ অভিযানে নামে প্রশাসন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দেওয়ার পরেই তড়িঘড়ি উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলেও পরে বন্ধ রাখা হয়। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় ফের দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়। এদিন বর্ধমান শহরের ২৭ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের নার্স কোয়ার্টার মোড় থেকে বর্ধমান হাসপাতাল চত্বর পর্যন্ত হকার উচ্ছেদে নামে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন পুরসভা। যদিও আগেও বহুবার মাইকিং করে রাস্তার দু'পাশে দখলমুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলেও, রাস্তা দখলমুক্ত না হওয়ায় ১ আগস্ট সাফাই অভিযান চালায়।

বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকারের পায়ে হাত দিয়ে উচ্ছেদ না করার জন্য কাতর আর্জি জানান এক খুদে ও তার মা। তবুও রেহাই হয়নি তাদের দোকানের। এদিন অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এসডিও নর্থ তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার অতনু ঘোষাল, বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস সহ পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর, তবে এই কর্মসূচি এখনেই শেষ নয়। আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় এইরকম অভিযান ধারাবাহিক ভাবে চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও এটা প্রথম পর্ব এখনও দ্বিতীয় তৃতীয় পর্ব বাকি রয়েছে। কোন কোন জায়গায় হকার উচ্ছেদ করা হবে বা ফুটপাথ দখলদারি মুক্ত করা হবে সেটাও আগামী দিনে সকলের সামনে তুলে ধরা হবে।

''ফর্ম নং আইএনসি - ২৬''
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন),
নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২০ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

**বিএমএল কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ৩৫এ, দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৬**
.............**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে'' স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০,** ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৩৫এ, দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৬

আবেদনকারীর পক্ষে
বিএমএল কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অঙ্কিত লুনিয়া
ডিরেক্টর
ডিন : ০৫১৪২৬৬৩
তারিখ : ৩১.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

মালদা মেডিক্যালে রোগীদের পরিষেবার খোঁজ তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা করাতে এসে রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা স্বাভাবিক পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখলেন তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। এমনকি রোগীর আত্মীয়দের মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন বিশ্রামাগারগুলিতে সুষ্ঠু ভাবে পরিষেবা মিলছে কিনা তারও তদারকি করে জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন চত্বরে শৌচাগার পরিচিত পানীয় জলের ব্যবস্থাও ঠিকঠাক রয়েছে কিনা, তার ও তদারকি করেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়েই মালদা মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগে গিয়ে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। ঘুরে দেখেন বিভিন্ন ওয়ার্ড। মেডিক্যাল কলেজের পরিছন্নতার বিষয়টি নিয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলে যুব তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল সহ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গোটা হাসপাতাল ঘুরে দেখেন। কথা বলেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী সহ তাঁদের পরিবার-পরিজনেদের সঙ্গে। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে কোথাও, কোনও রকম সমস্যা রয়েছে কিনা তা তিনি জানার চেষ্টা করেন। মেডিক্যাল কলেজের বাইরে চিকিৎসা করাতে আসা বহু রোগীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গেও কথা বলে তৃণমূলের যুব নেতৃত্ব নানান সমস্যার কথা শোনে তারা।

জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, তৃণমূল সুপ্রিমো এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। সেই বার্তা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংগঠন নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এতে রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। চিকিৎসা পরিষেবা পেতে রোগীদের কোনও সমস্যা বা অভাব-অভিযোগ রয়েছে কিনা তা শুনছেন। এমনকি মেডিক্যাল কলেজে রোগীদের ভর্তি হওয়ার পর বেড পেতেও কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা সেসব ব্যাপারেও আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও কোন অভিযোগ সে ভাবে মেলেনি বলে দাবি। পরে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও দেখা করে কথা বলেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিত মণ্ডল।

ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে বৃহস্পতিবার প্রতীকী ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: বুধবারের পর আবারও বৃহস্পতিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার রেল স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীদের একাংশ। তবে ট্রেন পরিষেবা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য প্রতীকী বিক্ষোভে নামেন তাঁরা। এদিন সকাল দশটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে আপ শিয়ালদা লোকালের সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলে। পরে সেই বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

যাত্রীদের অভিযোগ, বুধবার আন্দোলনের পর রেলের তরফে সকালের আপ ট্রেনগুলি ঠিক সময়ে ছাড়ার ও পৌঁছনোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে ফের বেশ কয়েকটি আপ ট্রেন ডায়মন্ড হারবার থেকে ছেড়ে দেরিতে শিয়ালদা পৌঁছয়। এরপরই সকাল দশটা নাগাদ প্রতীকী বিক্ষোভের ডাক দেন যাত্রীদের একাংশ। তাঁদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাও এদিনের বিক্ষোভে অংশ নেন। প্রায় কুড়ি মিনিট প্রতীকী বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে পুষ্পেন্দু মণ্ডল ও বিশাল খেয়ারি বলেন, 'রেল যাত্রীদেরকে ঠিকঠাক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। বুধবার যাত্রী সাধারণ বিক্ষোভ দেখায়। দাবি পূরণ করার কথা জানানো হলেও বৃহস্পতিবার সকালে দেরিতে ট্রেন পৌঁছয় শিয়ালদা। ফলে কর্মক্ষেত্রে গিয়েও বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়।'

দুর্নীতির অভিযোগ কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার কাঁকসার বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত

সদস্যরা। পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কুমারের অভিযোগ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের খাতে ফিপটিন ফাইন্যান্সের যে টাকা আসে, সেই টাকা দুর্নীতি করছেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান। কোনও প্রকল্পে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ দেখিয়ে মাত্র দু'লক্ষ টাকা খরচ করে বাকি টাকা তাঁরা ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন। তারই প্রতিবাদে বিরোধী দল হিসেবে তাঁরা যখন প্রকল্পের হিসেব চাইতে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের কোনও হিসেব দেওয়া হচ্ছে না। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা কাঁকসার বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান।

যদিও কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। সরকারকে বদনাম করতেই তাঁরা মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন।

শিবাইচন্ডী স্টেশনে এক লাইনে লোকাল ট্রেন ও বন্দে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পরপর ট্রেন দুর্ঘটনায় রেলের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দেশজুড়ে। চলতি বছরেই একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরে লাইনচ্যুত হয়ে যায় হাওড়া থেকে মুম্বইগামী এক্সপ্রেস ট্রেন। আর তারপরই গত বুধবার রাঙাপানিতে লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়ি। এই সব ঘটনায় রেলের বিরুদ্ধে উঠেছে প্রশ্ন। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে হুগলির রেললাইনের একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, একই লাইনে চলে এসেছে দু'টি ট্রেন। বর্ধমান কর্ড শাখার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এটি শিবাইন্ডী স্টেশনের কাছে তোলা একটি ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একই লাইনে একটি লোকাল ট্রেন ও একটি বন্দে ভারত। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই সব ছবি তুলছেন যাত্রীরা। পরপর দুর্ঘটনার মাঝে এমন ভিডিও চাঞ্চল্য তৈরি করেছে যাত্রীদের মধ্যে।

জানা গিয়েছে, হাওড়া ছেড়ে এনজেপি যাওয়ার সময় বন্দে ভারত ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে শিবাইচন্ডী স্টেশনে ঢোকার মুখে হোম সিগন্যালে। একই লাইনে চেরাগ্রামে ঢোকার আগে একটি লোকাল ট্রেনও ওই সময় হোম সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল বলে সূত্রের খবর। হাওড়া থেকে কামারকুন্ডু হয়ে বর্ধমান যাচ্ছিল লোকাল ট্রেনটি। এরপর বন্দে ভারত ট্রেনটিকে শিবাইচন্ডী স্টেশনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে লোকাল ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর বন্দে ভারত গন্তব্যের দিকে রওনা হয়। এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

যদিও রেলের দাবি, এই ঘটনা

স্বাভাবিক। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, অটোমেটিক সিগন্যাল জোনে এগুলো হয়ে থাকে। তাদের কাছেও এই একই লাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার খবর যায় প্রায়ই। এটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বলেই মন্তব্য করেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই পূর্ব রেলের তরফে থেকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রেলের দাবি, ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে ছিল হাওড়া-গুড়াপ লোকাল ট্রেন। সিগন্যাল মেনেই নির্দিষ্ট গতিতে এগোচ্ছিল বন্দে ভারত। এটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভিডিও মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলেও উল্লেখ করেছে পূর্ব রেল।

SBI এসবিআই রসপুঞ্জ শাখা (০৮৩৭৫)
গ্রাম ও পোস্ট- রসপুঞ্জ, থানা-: বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১০৪, মোবা- ৯৬৭৪৭১৩১৭৪
ই-মেইল: sbi.08375@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কারের সংশোধিত নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা এসবিআই রসপুঞ্জ সরণি শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা সঠিকভাবে নোটিশ/নোটিশের জবাব দেননি বা প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে এই পরিস্থিতিতে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ (গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন বিকাল **৪ টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নে উল্লিখিত শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন। পূর্বে নিলামের তারিখ ছিল ২৯.০৭.২০২৪ এখন নিলামের তারিখ হল ০৭.০৮.২০২৪।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ (সংশোধিত)	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	ঋণগ্রহীতার নাম এ/সি নং স্বর্ণের অলঙ্কারের গ্রস ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৭.০৮.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	**লক্ষ্মী কান্ত নস্কর** এ/সি নং ৪০৯৮০৪৬৮৪২৯ গ্রস ওজন ৩৮.০০০	১ টি চেইন ২ টি চুড়ি
২.	০৭.০৮.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	**লক্ষ্মী কান্ত নস্কর** এ/সি নং ৪১০০৫৬৮৫১০৯ গ্রস ওজন ৪২.২০০	১ টি চেইন ২ টি বালা
৩.	০৭.০৮.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	**শ্রী পথিকৃৎ ঘোষ** এ/সি নং ৪১০১৯১৮২১৮৮ গ্রস ওজন ১০৫.০০০	২ টি বালা ৪ টি চেইন

তারিখ: ০২/০৮/২০২৪
স্থান: রসপুঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভিয়ম ইনফ্রা ভেঞ্চারস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U35203TG2007PLC057400
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল,
কলকাতা - ৭০০০২০ যোগাযোগ : +৯৮৭৪০৪৪০০০, ইমেল : jitulohia@knjainco.com/cirp.vivl@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : এনএসি ক্যাম্পাস, এনএসি রোড, সাইবেরাবাদ, কোন্ডাপুর (পোস্ট) হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা - ৫০০০৮৪, **কর্পোরেট অফিস :** প্লট নং X-১, ২ এবং ৩, ব্লক ইপি সেক্টর - V একতলা সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১ **লিকুইডেটরের ঠিকানা :** ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট **ভিয়ম ইনফ্রা ভেঞ্চারস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)** ('কোম্পানি') এর বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন ২০১৬ (সংশোধিত ১২.০২.২০২৪ পর্যন্ত)-এর রেগুলেশন ৩২(ডি) এবং রেগুলেশন ৩৩ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং তফসিল আই অনুসারে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে।

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি (টাকা)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (টাকা)
অশ্বথ কুইপ্লো ইনফ্রাপ্রোজেক্টস প্রা. লি. CIN : U90009DL2016PTC303144 (ইক্যুইটি শেয়ার ২১,৭১৮ টি প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) মোট শেয়ারহোল্ডিংয়ের ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী	১,১০,০০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি দশ লাখ টাকা)	৫,০০,০০০ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা)	১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য :
১. সম্পদ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ইমেল **cirp.vivl@gmail.com** এ অনুরোধ করতে পারেন। আগ্রহী দরদাতারা একই সাথে তাদের দর দিতে পারেন উপরে উল্লিখিত ইএমডি পরিমাণ সহ।
২. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে তারিখ **৩০.০৮.২০২৪** সকাল ১০.৩০টা থেকে ৪.৩০টা পর্যন্ত বা যদি ব্লকের জন্য নিলাম স্থগিত না হয়।
৩. যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৭.০৮.২০২৪।**
৪. নিলাম অধীনে সম্পদের স্থান পরিদর্শন, সম্যক অবধান এবং পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ **২৪.০৮.২০২৪।**
৫. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৭.০৮.২০২৪** সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে।
৬. ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন (১২.০২.২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত) ৩২(ডি) অনুযায়ী সম্পদ যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত সম্পদি বিক্রি করা যাবে।

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতাদের তাদের আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দেওয়ার এবং অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, ঘোষণার শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিগুলি পড়ার পরে এবং তাতে সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দরদাতা এবং সম্পদ বিবরণ **ইওআই তথ্যাদি ইমেইল cirp.vivl@gmail.com এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।**

সিএ জিতেন্দ্র লোহিয়া-লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং **IBBI/IPA/P00170/2017-18/10339**
এএফএ নং **AA1/10339/02/101224/106527** বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
ই-মেল আইডি : **jitulohia@knjainco.com/cirp.vivl@gmail.com** যোগাযোগ নং +৯১ ৯৮৭৪০৪৪০০০
তারিখ : ০১.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইস্টবেঙ্গল দিবসে তিন অতিথিকে ইলিশ উপহার

দ্রব্যমূল্যের বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাগনানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: অশক্ত বাবা জীবন চালাতে অনেক শারীরিক যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়ে এখনও দিনমজুরি করেন। বাড়িতে ছোট বোন লেখাপড়া করে। মা গৃহবধূ। বাগনান কলেজের পল্লবী মিত্রের (নাম পরিবর্তিত) সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা দেখে হতবাক অনেকেই। অভাবের সংসারে বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রী দেখল ইলিশ উপহার। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার বাগনানের বিবেকানন্দের মূর্তির পাশে পালিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল দিবস। এদিন উপস্থিত তিন অতিথিকে পেল্লাই সাইজের ইলিশ মাছ উপহার দিল উদ্যোক্তা সংগঠন। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের বাজারে যেখানে সংসার চালাতেই মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, সেখানে প্রকাশ্য এই অনুষ্ঠানে ইলিশ উপহার ঘিরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বাগনান জুড়ে। এদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ইলিশের দিকে তাকিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় ভুগেছে ওই কলেজ ছাত্রী- যা উপস্থিত থাকা অনেকেরই নজর এড়ায়নি। এদিন অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলপ্রেমী সংঘের ব্যানারে। যে কলেজ ছাত্রীর সামনে ইলিশ মাছ অতিথিদের উপহার দেওয়া হল তার বাড়িতেই নিত্য অভাবের আনাগোনা। অনেক কষ্ট করে পড়াশোনাটা চালাচ্ছে সে। এদিনের অনুষ্ঠানে ওই কলেজ ছাত্রীকেও ইস্টবেঙ্গলের জার্সি, উত্তরীয় ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হয় বটে, কিন্তু উপহার হিসেবে তার হাতে এক টুকরো ইলিশও কি দেওয়া যেত না? আর তা যদি হত তা হলে ওই কলেজ ছাত্রীর পরিবারে একদিনের জন্য হলেও হাসি ফুটে উঠত বলেই মনে করছে সংবেদনশীল মহল।

বিষয়টি নিয়ে ইস্টবেঙ্গল প্রেমী সংঘের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছেন, শুধুমাত্র অতিথিদের ইলিশ

উপহার দেওয়া হয়েছে। তিন প্রধানের সদস্যদের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে ইলিশ। কিন্তু একজন দু'জন অভাবী মানুষের পাশে এই মুহূর্তে মহার্ঘ্য ইলিশ তুলে দেওয়ার মতো অনুষ্ঠান বাস্তবে তাদের দারিদ্রকে ব্যঙ্গ করে বলেই মনে করছে সংবেদনশীল মানুষ। এই ধরনের বৈষম্যমূলক অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে অনেক ইস্টবেঙ্গল প্রেমীও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইলিশ উপহার পাওয়া এক অতিথির কথায়,'মহার্ঘ্য ইলিশগুলি কেটে এক টুকরো করে সবার মধ্যে বিতরণ করলে এর মাহাত্ম্য আরও বাড়ত।'

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN NO : U40104WB2008PTC130530

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পত্তির অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জামিন এবং আর্থিক সম্পদ) ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'** এবং **'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'।**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়)	২৮.০৮.২০২৪ (দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত) (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬.০৮.২০২৪ দুপুর ১২টার মধ্যে
উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৮.২০২৪
উপযুক্ত ডাকদাতাদের ঘোষণা	১৭.০৮.২০২৪
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	২৪.০৮.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

সম্পদের বিস্তারিত

ক্রম নং	বিবরণাদি	মোট সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	বর্ধিত পরিমাণ (টাকা)
১.	*ফ্ল্যাট নং ৪০১-৯০০ বর্গফুট, অবস্থান শ্রুতিনীড়, ৪র্থতল, ২৩/২/১, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া।	২২,৪৩,৬৯৭ টাকা	২,২৪,৩৭০ টাকা	১০,০০০ টাকা
২	* ফ্ল্যাট নং ৬০১-১৪৯৩ বর্গফুট, অবস্থিত-গণপতি এনক্লেভ, ৭মতল, ২২ ভগবান চ্যাটার্জি লেন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া।	৩৭,৫৬,৩০৩ টাকা	৩,৭৫,৬৩০ টাকা	১০,০০০ টাকা

*অনুগ্রহ করে অবগত হোন উভয় ফ্ল্যাটই বিক্রয় হবে -সিটি সিভিল কোর্ট,৭ম বেঞ্চ টি.এস ১৭৮৩-২০২৩ সালের (ফ্ল্যাট ৪০১) এবং টি.এস ১৭৬৪-২০২৩ সালের (ফ্ল্যাট ৬০১) এর ইঞ্জাংশন অধীনে।
এই বিক্রয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট ই-নিলাম/বিক্রয় এর নিয়ম এবং শর্তাধীন সাপেক্ষে, উল্লেখ্য ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি পাওয়া যাবে **https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/** এবং ইমেল আইডি **cirp.akpower@gmail. com** তে ইমেল করে জানা যাবে। ই-নিলাম বিষয়ে যেকোনও জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করতে হবে লিকুইটেডর বা তার সহযোগী সদস্যদের ০৩৩ ৭৯৬১১০২৭ ফোন নম্বরে।

স্বা/-
সিএ প্রতীম বয়াল
লিকুইটেডর - এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385**
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া আগরপাড়া-কলকাতা ৭০০১০৯
নথিভুক্ত ইমেল আইডি : **pratimbayal@gmail.com**
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ০২.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪,১৭২.৮৩	২৩,৫৮৯.৭৮	১০১,৮২৮.৩৮
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,১৩৯.৮১	১,৬৮২.৭২	৭,৮২৩.৫৭
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৬০২.৫২	১,২১৭.৬৫	৫,৫৬৩.৬৪
৪	বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৫৭৭.৪৪	১,০৭৮.১২	৪,৩৭৫.২০
৫	ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			২৪,৪৪৭.৩৯
৭	শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৪৪*	১.১৪*	৪.৯৭

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল : (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩,৬২২.৪৫	২৩,৪৩০.১৯	৯৯,৬১৪.৬৮
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,২৯৯.৯৯	২,০৭৩.১৯	৮,১৯১.৯০
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৭৫৩.৭৩	১,৫৫৮.১০	৬,০৭৪.২৭
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৭৫৩.৭৩	১,৫৫৮.১০	৬,০৫৪.০৪

২ উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।

৩ রেকর্ড তারিখে ৩ জুলাই, ২০২৪ -এ অনুষ্ঠিত ১০ টাকার অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি বোনাস ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৫,৮১,৭২,০০০ ইক্যুইটি শেয়ারের বোনাস ইস্যু করা হয়েছে ৫ জুলাই, ২০২৪ অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার্স রিলেশনশিপ কমিটির সভায়, স্টেকহোল্ডার্স রিলেশনশিপ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছিল, সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম, সাধারণ রিজার্ভ এবং ধরে রাখা উপার্জন থেকে ৫,৮১৭.২০ লক্ষ টাকা মূলধন করে। বোনাস শেয়ারগুলি ১৫ জুলাই, ২০২৪-এ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
উপরের পরিবর্তনগুলি শেয়ার প্রতি আয় উপস্থাপিত সমস্ত রিপোর্টিং সময়ের জন্য (মৌলিক এবং মিশ্রিত) প্রতিফলিত হয়।

৪ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
এস. জি. তাঁতিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00001346
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২১.০৮.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) খ) বড়িশা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি-৩ (দক্ষিণ পূর্ব দিকে)৪র্থতলে, পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম,এক কিচেন তথা ডাইনিং,দুই বাথরুম,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬,পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০,দলিল নং ১৬০৭০৪৩৭৪-২০১৬ সালের,এডিএসআরও বেহালা অধীন, জমির বিস্তারিত :জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা: পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, এবং ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা-খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং ১২৪, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **স্বত্বাধিকারী শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার। চৌহদ্দি :** উত্তরে :১৮ ফুট কেএমসি রোড, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪, পূর্বে : শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি,পশ্চিমে :বকুল চক্রবর্তীর জমি। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	**১২,৭২,২৯০.১০ টাকা (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বই টাকা এবং দশ পয়সা)** ১৭.০১.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৯,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50296601251 ঙ) নেই
২	ক) শ্রীমতি সাজদা বিবি এবং শেখ ফৈয়াজ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) খ) বড়িশা শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত জি-১ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : নোয়াপাড়া, পরগনা :বালিয়া, জেএল নং ০৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৩১, থানা : মহেশতলা, জেলা : ২৪ পরগনা : ৭০০১৪১, এডিএসআর বেহালা, ওয়ার্ড নং ২১, মহেশতলা পুরসভা অধীন,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আলাউদ্দিন খানের জমি, দক্ষিণে: শেখ আহমেদ আলি এবং অন্যান্যর জমি,পূর্বে : আলাউদ্দিন খানের জমি,পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া বোগা-নোয়াপাড়া রোড। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	**২৫,১৬,৮৩৮.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ ষোলো হাজার আটশ আটত্রিশ টাকা)** ০২.০৪.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৩,৯৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,৩০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50479456488 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১ আগস্ট ২০২৪ (২১.০৮.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০"-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০১.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	প্রাপ্ত ঋণ অধীনে সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর হইতে)	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
১. **মেসার্স ওম নমো শিবায় কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড,** গ্রাম : বৈষ্ণবচক, পো : দেভোগ, থানা : হলদিয়া, পূর্ব তমলুক, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর : ৭২১৬৫৭। ২. **শ্রী মনোজ ভৌমিক** পিতা মৃত্যুঞ্জয় ভৌমিক, আনন্দধারা হাউসিং, ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক : বি, গ্রাম : মহাপ্রভুচক, পো : হলদিয়া, টাউনশিপ, থানা : হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০৭। ৩. **শ্রীমতি লিপিকা ভৌমিক,** স্বামী মনোজ ভৌমিক, আনন্দধারা হাউসিং, ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক : বি, গ্রাম : মহাপ্রভুচক, পো : হলদিয়া, টাউনশিপ, থানা : হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০৭। ৪. **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভৌমিক,** আনন্দধারা হাউসিং, ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক : বি, গ্রাম : মহাপ্রভুচক, পো : হলদিয়া, টাউনশিপ, থানা : হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০৭। ৫. **শ্রী সরোজ কুমার ভৌমিক,** আনন্দধারা হাউসিং, ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক : বি, গ্রাম : মহাপ্রভুচক, পো : হলদিয়া, টাউনশিপ, থানা : হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০৭। ৬. **শ্রী সুজয় কুমার ভৌমিক,** আনন্দধারা হাউসিং, ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক : বি, গ্রাম : মহাপ্রভুচক, পো : হলদিয়া, টাউনশিপ, থানা : হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০৭। ৭. **হোটেল ক্লাসিক ইন,** দুর্গাচক, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর : ৭২১৬০২।	**প্রাথমিক সমপরিমাণ জামিন** চলতি সম্পদের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা (আদায়যোগ্য এবং নগদ লেনদেন সহ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অধীন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়তে। এসক্রো এবং চার্জ গ্রাহক অগ্রিম/আদায়যোগ্য/বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প ইউনিট/প্রোমোটারের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইত্যাদি ঋণগ্রহীতা এবং এসক্রো ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ এক্সিস ব্যাঙ্ক) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী (এসক্রো অ্যাকাউন্ট)। **সমপরিমাণ জামি : সম্পত্তি নং ১** সংশ্লিষ্ট সকল জমি(ইজারাধীন) পরিমাণ এরিয়া ১৭১.০৩ ডেসিমেল এবং নির্মাণ এরিয়া ৬৪০০০ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : ব্রজনাথচক, জেএল নং ১৯৬, দাগ নং ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৫৩৯ এবং ৫৪০, এলআর দাগ নং ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৩৭/৫৩৯, এবং ৩৩৭/৫৪০ ,এডিএসআর সুতাহাটা অধিক্ষেত্রে এবং হলদিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫ অধীন,থানা : হলদিয়া, জেলা :পূর্ব মেদিনীপুর, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং এ,বি,সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, এবং জে, **দক্ষিণে :** প্লট নং ও এবং পি, **পূর্বে :** হলদিয়া পুরসভার জমি, **পশ্চিমে :** ৮ মিটার চওড়া সড়ক। **সম্পত্তি নং ২** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট ফ্ল্যাট নং ডি/১২০৪, পরিমাণ১২৭২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) ১৩শতল, ব্লক ২এ, বহুতল ভবনে, ক্লাসিক রিভারেন নামে পরিচিত, নির্মিত উক্ত প্রেমিসেসে ভেঙে ফেলা প্রেমিসেসের মধ্যে ৮০ বর্গফুট খোলা কার পার্কিং অধিকার নং ৪১ এক মাঝারি মাপের গাড়ির জন্য বন্টিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ বিভিন্ন ভাগ অংশ উক্ত ভবনের চত্বরে এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যা তৃতীয় তপশিলে বর্ণিত মতে অবস্থিত অংশত দাগ নং ৩৪০, ৩৩৯, ৩৩৮, ৫৩৯ এহং ৫৪০ এবং চিহ্নিত প্লট নং কে, এল, এম, এন, পি এবং এ , জেএল নং ১৯৬, মৌজা :ব্রজনাথচক, ওয়ার্ড নং ২৫, হলদিয়া পুরসভা অধীন, এডিএসআরও সুতাহাটা, থানা হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর। **সম্পত্তি নং ৩** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-৪, ব্লক : বি, ৫মতল, আনন্দধারা হাউসিং কমপ্লেক্স ফেজ : ২ নামে পরিচিত ভবনে , নির্মিত প্লট নং ১৪, মৌজা : মহাপ্রভুচক (টাউনশিপ), জেএল নং ২০১ , সাব ডিভিশন হলদিয়া, থানা : হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৭০ বর্গফুট এবং কার পার্কিং স্পেস একতলায় এরিয়া ১২৫ বর্গফুট (লিজ অধীন সম্পত্তি)।	ক) ৩১.০৫.২০২৪ খ) ২৯.১২.২০২৩	২,০৬,৩৭,৩৬৮.৪৬ টাকা এসি নং ৯২০০৬০০৫৪১৬১৬৫৯, ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৬১,৩৯,৯৩৫.০০ টাকা এসি নং ৯২২০৬০০৫২২৪৪৭৭০ ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট **২,৬৭,৭৭,৩০৩.৪৬ টাকা** চুক্তি সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত	৫ কোটি টাকা (টার্ম লোন) ০.৬০ কোটি টাকা (ইসিএলজিএস)

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।
সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।
সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) -
যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না।
(ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং
(খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।

তারিখ : ০২.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে "যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২১.০৮.২০২৪ তারিখে **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নির্ধারিত ঋণদাতা** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস** (স্বত্বা : শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া) এবং শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া, ঠিকানা : পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়া, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল, সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট বীরেন রায় রোড, পো. জোতে শিবরামপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০১৪১ খ) **শাখা : বরিষা**	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) পো: জোতে শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আসুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : সরশুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১ বাসস্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২-২০০৬ সালের রাজ নারায়ণ কুশওয়ার নামে। **চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে :** অন্যান্যর জমি এবং ভবন, **দক্ষিণে :** বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), **পূর্বে :** অন্যান্যর জমি এবং ভবন, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর জমি এবং ভবন।	৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা **(তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা)** ২০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী	ক) ৪৪,১০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৪১,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50185474998 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্য মতে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী
২	ক) **মেসার্স অপর্ণা লেডিজ টেলর্স** (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা : শ্রীমতি অপর্ণা সাহা), ঠিকানা : বাগপোতা, সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, এবং শ্রীমতি অপর্ণা সাহা (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা) খ) **শাখা : খিদিরপুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : সরশুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ২৯৪১, অংশ আরএস দাগ নং ২১৮৬, বাগপোতা সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর এবং জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি অপর্ণা সাহার স্বত্বাধীনে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ২১৩২, **দক্ষিণে :** সড়ক, **পূর্বে :** মোহন চন্দ্র পোল্লে, **পশ্চিমে :** মায়া ঘোষ।	১১,৬১,১৫০.০০ টাকা **(এগার লাখ একষট্টি হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা)** ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী	ক) ১৭,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6262496302 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্য মতে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ (যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লাগাতার বৃষ্টিতে ভাসল রাস্তা, কিছু বাড়ি জলমগ্ন, নিকাশি ব্যবস্থায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বুধবার সন্ধ্যা থেকে লাগাতার বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টিতেই বাঁকুড়ার কোতুলপুরের কাছে ভাসল বিষ্ণুপুর আরামবাগ রাজ্য সড়ক। বৃষ্টির জল জমে জলমগ্ন হয়ে পড়ল কোতুলপুরের বেশ কিছু এলাকা। বেশ কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকে ঘটল বিপত্তি। এমন ঘটনায় এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন এলাকাবাসী।

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বুধবার সন্ধ্যা থেকেই হুগলি জেলা লাগোয়া বাঁকুড়ার কোতুলপুরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। একদিকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি আর অন্যদিকে এলাকার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে জল জমতে শুরু করে কোতুলপুরের নেতাজি মোড় এলাকায়। হাঁটু সমান জল জমে যায় বিষ্ণুপুর আরামবাগ ২ নম্বর রাজ্য সড়কের কোতুলপুরের নেতাজি মোড় থেকে মিল মোড় পর্যন্ত এলাকায়। রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় যানবাহন চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় ওই সড়কে। হাতেগোনা দু'-একটি বাস ও বড় গাড়ি চলাচল করলেও, সেগুলি চলাচল করছে একরাশ ঝুঁকি নিয়ে।

এদিকে জমা জল রাস্তা ছাড়িয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে ঢুকতে শুরু করে নেতাজি মোড়ে রাস্তার ধারে থাকা একাধিক বাড়িতে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এদিন বিকেলের দিকেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি যে আরও খারাপ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোতুলপুরের ওই অংশ এইভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ার জন্য এলাকার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাকেই দুষছেন এলাকাবাসী।

ইশাখান চৌধুরীর প্রদেশ সভাপতি পদে বসার অভিজ্ঞতা নেই : ডালু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছেলে ইশাখান চৌধুরী এবারই প্রথম দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু ওর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বসার অভিজ্ঞতা নেই। ফলে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে দলের হাইকম্যান্ড। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে অধীর চৌধুরীর ইস্তফা দেওয়ার বিতর্কের পর বৃহস্পতিবার এমনটাই মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু)।

এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ডালুবাবু বলেন, 'ইশা তো আগে বিধায়ক হয়েছে। জেলার নেতৃত্ব সামলাচ্ছে। কিন্তু এবার প্রথম ছেলে সাংসদ হয়েছে। তবে ওর এখনও প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি। এজন্য আরও অনেক সময় পড়ে আছে। যেহেতু এই পদটির অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। ফলে এখনই ইশাখান চৌধুরীকে এই দায়িত্ব না দেওয়াটাই উচিত।'

উল্লেখ্য, প্রয়াত রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর ভাই হলেন আবু হাসিম খান চৌধুরী (ডালু)। একটানা পাঁচবারের সাংসদ রয়েছেন ডালুবাবু। তবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বয়সজনিত কারণে ডালুবাবু আর ভোটে দাঁড়াননি। সেই জায়গায় দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন ডালুবাবুর ছেলে ইশাখান চৌধুরী। কংগ্রেস প্রার্থী ইশা এবারের নিকটতম প্রার্থী বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। বিগত দিনে ইশাখান চৌধুরী সুজাপুরের বিধায়ক হয়েছিলেন। এছাড়াও জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রয়েছেন তিনি। যেহেতু এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে একমাত্র দক্ষিণ মালদায় কংগ্রেসের জয় হয়েছে, ফলে ইশাখান চৌধুরীকে প্রদেশ নেতৃত্বের আসনে বসানো নিয়ে রীতিমতো ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে হাইকম্যান্ড। তবে সেক্ষেত্রেই আপত্তি জানিয়েছেন সাংসদ ইশার বাবা তথা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ডালুবাবু।

রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ ডালুবাবু বলেন, 'অধীর চৌধুরীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগের বিষয় নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারব না। তবে হাইকম্যান্ড যদি মনে করে ছেলে ইশাখান চৌধুরীকে সেই দায়িত্ব দেবে, তবে আমি বলব ইশার এখনও সময় হয় নি। এটা অত্যন্ত গুরুতর জায়গা। এর জন্য অনেক অভিজ্ঞতা লাগে। হাইকম্যান্ড যোগ্য যাকে মনে করবে তাকেই প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব দেবে।'

পাণ্ডুয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সদ্য হুগলির সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লিও গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফিরেই রচনা পৌঁছে গেলেন পাণ্ডুয়ায়। সোজা পৌঁছে গেলেন গ্রামীণ হাসপাতালে। অভিনেত্রী তথা

সাংসদকে দেখতে স্বাভাবিক ভাবেই ভিড় বাড়ে হাসপাতালে। রোগীর পরিজনরাও ছুটে যান। এগিয়ে আসেন নার্স ও হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা। তবে এত ভিড় মোটেই পছন্দ হয়নি সাংসদের। ঢুকেই তিনি বলেন, 'এত ভিড় কেন?' ভিড় কমাতে কী ব্যবস্থা করা উচিত, সেই পরামর্শও এদিন তিনি দিয়েছেন।

রচনা জানান, কলকাতার হাসপাতালে যে রকম ব্যবস্থা হয়, তেমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। রচনা পরামর্শ দেন, রোগীর পরিজনদের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করতে হবে। একজনের বেশি রোগীর কাছে যেতে পারবেন না। জুতো পরে চলাচল বন্ধ করতে হবে। হাসপাতালে গেটে নিরাপত্তারক্ষী বসানোর পরামর্শও দেন তিনি। একমাস পর ফের যাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন রচনা। কয়েকদিন আগে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে গিয়েছিলেন সাংসদ। সেখানেও অবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'এত নোংরা কেন?'

এদিন তাঁর সঙ্গে ছিল পাণ্ডুয়ার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। রচনা জানিয়েছেন, ৫ বছরে হাসপাতালের পরিস্থিতি উন্নত করার চেষ্টা করবেন তিনি। একজনের জন্য ১০ জন কেন প্রবেশ করবেন, সেই প্রশ্ন করেন রচনা। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমার মতো একজন আর্টিস্ট যদি বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে, তা হলেও দু'জনকে অনুমতি দেওয়া হয় না। আমি গেলে আমার মা নীচে বসে থাকেন, আর মা গেলে আমি বসে থাকি।' এমন ব্যবস্থাই করার কথা বলেছেন রচনা।

বাতিল টোটোর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার আরামবাগ পুরসভা কর্তৃক টোটোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও লোগো না পেয়ে শতাধিক টোটোচালক পথে নেমে আন্দোলন শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার আরামবাগ পুরসভা থেকে শুরু করে আরামবাগ মহকুমা শাসক ও থানায় একটা ডেপুটেশন দেন। এই ডেপুটেশন ঘিরে সাময়িক ভাবে উত্তেজনা দেখা দিলেও, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এই সমস্ত টোটো চালকদের দাবি, বিগত বেশকিছু বছর যাবৎ আরামবাগ পুরসভা তথা সংলগ্ন এলাকায় টোটো চালিয়ে পরিবার-পরিজন সহ জীবন নির্বাহ করেন তাঁরা। বর্তমানে প্রশাসন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে সমস্ত টোটো পুরসভা থেকে দেওয়া নম্বর পায়নি তাঁরা এখন থেকে আর টোটো চালাতে পারবেন না। তাই তাঁদের পুরসভা থেকে যাতে নম্বর দেওয়া হয় সেই জন্য তাঁরা আন্দোলন করেন।

তাঁদের দাবি, আরামবাগ পুরসভায় টোটো চালানোর অনুমতি দেওয়া হোক অথবা অন্য কোনও উপায়ে সৎ পথে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে ১৬ নং ওয়ার্ডের টোটোচালক রতন মান্না বলেন, 'আমরা সবাই পুর এলাকার বাসিন্দা, কেউ আমরা পঞ্চায়েতের বাইরে নয়। এক একটা গাড়ির পিছনে পাঁচ ছ'টা পেট নির্ভর করে। যদি গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় পরিবারগুলির কী হবে? নতুন গাড়িতে পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে, অথচ আমরা নম্বর পাচ্ছি না।'

আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি সফিকুল আলম বলেন,'শহরকে যানজটমুক্ত করার জন্য প্রশাসনিক বৈঠক কয়েকবার হয়েছে। আরামবাগ শহরের যেসব ছেলেরা আছে তাঁরা টোটো চালাতে পারবে। অন্যরা পারবে না। যদি কেউ রয়ে যায় তাদের নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে।'

পাণ্ডুয়ার স্কুলে দিদিমণির ভূমিকায় 'দিদি নম্বর ওয়ান'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দিদিমণির ভূমিকায় 'দিদি নম্বর ওয়ান'। সদ্য হুগলির সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সাংসদ হওয়া ইস্তক সংসদ থেকে সংসদীয় এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন রচনা। কখনও হাসপাতালে, কখনও আবার স্কুলে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' সাংসদের। রীতিমতো চমকে দিচ্ছেন সকলকে। বৃহস্পতিবার পাণ্ডুয়ার খন্যান প্রাথমিক স্কুলে যান রচনা। সেখানে পড়ুয়াদের রীতিমতো পড়া ধরেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ঢোকেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন বাংলার মাস্টারমশাই। 'দিদি নম্বর ওয়ান' রচনা হাতে বই তুলে নেন। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বানান জিজ্ঞাসা করেন। পরে স্কুল চত্বর ঘুরে দেখেন রচনা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রচনা বলেন, 'খুব সুন্দর স্কুল হচ্ছে। সকলে সুন্দর পড়াশোনা করছে। সবই ভালো। তবে কয়েকটা ক্লাসে মেঝেতে বসে আছে। টেবিল চেয়ার নেই। সেটা দরকার। আর একটা দু'টো ঘর হলে ভালো হয়। কারণ চাঙড় খুলে পড়তে পারে বলে একটা দু'টো ঘর বন্ধ করে রেখেছে। ওগুলো ঠিক করলেই ঘরটা ঠিকঠাক হয়ে যাবে। মোটামুটি সব ঠিকঠাকই আছে। মিডডে মিলের ব্যবস্থা আছে।'

নারায়ণগড় ও বেলদাতে বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার বেলদা থানার রসুলপুর এলাকায় জমিতে চাষের কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, জমিতে ধান রোয়া করার সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর শুরু হয় বজ্রপাত। সেই সময় জমি থেকে বাড়ি ফিরে আসার পথে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় এক মহিলা সহ ২ ব্যক্তির। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলদা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে রসুলপুর গ্রামে মৃত দু'জনের নাম শকুন্তলা মান্ডি ও সমীর হাঁসদা। স্থানীয়রা দু'জনকে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। এদিন নারায়ণগড় থানার কাশীপুরের যমুনা গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৬২ বছরের চন্দ্রমোহন শিটের। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে বেলদা ও নারায়ণগড় থানার পুলিশ।

কৃষ্ণনগর প্রেস ক্লাবে রক্তদান শিবির ও বৃক্ষ প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কৃষ্ণনগর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির ও বৃক্ষ প্রদান অনুষ্ঠান। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি মঞ্চে আয়োজিত রক্তদান শিবির ও বৃক্ষ প্রদান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এভারেস্ট জয়ী বসন্ত সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ ছাড়াও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কে অমরনাথ সহ জেলা মুখ্য সাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতিষ চন্দ্র দাস ও কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান রিতা দাস প্রমুখ। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে রক্তদান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এভারেস্ট জয়ী বসন্ত সিংহ রায়। প্রতিদিন কর্মব্যস্ততার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য এবং ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট কাটাতে এগিয়ে এসেছেন কৃষ্ণনগর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। শুধু তাই নয়, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ আর তাই পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষ প্রদান অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয় এদিন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়ে অসংখ্য সাংবাদিক এদিন রক্ত দিলেন আয়োজিত কৃষ্ণনগর প্রেস ক্লাবের রক্তদান শিবিরে। ক্লাবের পক্ষ থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় সমস্ত রক্তদাতাদের হাতে।

তন্ত্রসাধনায় প্রতারণার অভিযোগে ধৃতের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তন্ত্র সাধনার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের বিচারক। এ বিষয়ে বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী জানান, 'শুকদেব সরকার নামের ওই ব্যক্তিকে আজ জেলা আদালতে তোলা হয়েছিল। তদন্তকারী অফিসার ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়েছিলেন। বিচারক সব দিক খতিয়ে দেখে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

শাবল দিয়ে গণপিটুনিতে মৃত্যুতে মূল অভিযুক্ত ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত চবকায় গণপিটুণিতে কৃষ্ণা গোস্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত সুভাষ কুম্ভকারকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাখা হল আসানসোল জেলা হাসপাতাল পুলিশ সেলে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার ২২০ টাকা চুরি করার অভিযোগে কৃষ্ণা গোস্বামীর ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। ঘটনা জানাজানি হতেই সুভাষ কুম্ভকারের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন চড়াও হয় কৃষ্ণা গোস্বামী পরিবারের ওপর বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের শাবল ও অন্যান্য ঘাতক বস্তু দিয়ে মারধর করা হয় কৃষ্ণা গোস্বামীকে। ঘটনাস্থলে অচৈতন্য হয়ে পড়েন কৃষ্ণা গোস্বামী। তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অভিযোগ পাওয়ার পর নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ সুভাষক কুম্ভকারকে গ্রেপচার করে। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলার আগে আসানসোল জেলা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করাতে এলে সুভাষ বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধার কথা জানান চিকিৎসারত ডাক্তারকে। যার ফলে সুভাষকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পুলিশ সেলে ভর্তি করা হয়।

‘আমরা রিল বানাই না, কঠোর পরিশ্রম করি’

বিরোধীদের কটাক্ষের জবাব রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: পর পর রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে দেশ। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে হওয়া দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০। আর তার পরই গত মঙ্গলবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ‘রিল মিনিস্টার’ বলে কটাক্ষ করে বিরোধীরা। অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই কটাক্ষের জবাবে ফুঁসে উঠলেন অশ্বিনী। বলেন, ‘আমরা রিল বানানোর লোক নই। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।’

এদিন লোকসভায় রেলমন্ত্রী পালটা কংগ্রেসের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘যাঁরা এখানে চিৎকার করছেন, তাঁদের কাছে জানতে চাই তাঁরা কেন ৫৮ বছর ধরে অন্তত ১ কিমি অন্তর অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন চালু করতে পারলেন না?’ পাশাপাশি রাহুল গান্ধিকেও কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘যাঁরা এখন আমাকে রিল মিনিস্টার বলে খোঁচা দিচ্ছেন তাঁরাই লোকো পাইলটদের সঙ্গে সেলফি তোলেন।’ প্রসঙ্গত, গত ৭ জুলাই রাহুল গান্ধি লোকো পাইলটদের সঙ্গে নিজস্বী তুলেছিলেন। সেটা নিয়েই খোঁচা দিলেন অশ্বিনী।

কিন্তু তিনি কথা বলার সময়ই রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টির সাংসদ হনুমান বেনিওয়াল বলতে থাকেন, ‘আপনি রিল মিনিস্টার। আপনি একজন ডিরেল মিনিস্টার।’ একথা শুনে অশ্বিনী অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন, ‘আপনি চুপ করুন। আমরা রিল বানানোর লোক নই। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।’

করমণ্ডল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চলতি মাসে ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বলছে, গত দশ বছরে স্রেফ রেল দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারিয়েছেন আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ! মনে করা হচ্ছিল, একের পর এক দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে যাত্রী সুরক্ষায় বিশেষ বরাদ্দ হতে পারে। কিন্তু বাজেটে সেভাবে কবচ নিয়ে আলাদা করে ঘোষণা না থাকায় অনেকেই হতাশ। কিন্তু রেলমন্ত্রী বলছেন, পরিকাঠামো খাত এবং যাত্রী নিরাপত্তাই তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে অশ্বিনীকে। অবশেষে মেজাজ হারালেন তিনি।

সংসদে পেশ বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: কেরলের ওয়েনাড়ে ভয়ংকর ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩০০ ছুঁইছুঁই। অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, মুম্বই-সহ একাধিক শহর। কেদারনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে আটকে বহু পর্যটক। সিমলাতেও শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। ওয়েনাড়ের ঘটনা বাদ দিলে প্রকৃতির রুদ্ররোষে ৭ রাজ্যে মৃত অন্তত ৩২। এই পরিস্থিতিতে সংসদে বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।

বৃহস্পতিবার, ওয়েনাড় বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০০-র কাছাকাছি। পাশাপাশি রাজধানী দিল্লি, কেদারনাথ ও হিমাচল প্রদেশের একাধিক জায়গায় প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেখানেও প্রাণহানিও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লোকসভায় বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল পেশ করেন এনডিএ সরকারের মন্ত্রী নিত্যানন্দ। বিলটিতে ডিজাস্টার ডেটাবেস তথা বিপর্যয় সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে।এছাড়া দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো মেগা সিটিগুলোর জন্য পৃথক বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে। নতুন বিলে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে ডেটাবেসে তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। বড় বড় শহর ও রাজ্যের রাজধানীগুলোতে বিপর্যয় মোকাবিলার বিশেষ ম্যানেজমেন্ট অথরিটি গঠনের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই ডেটাবেসে ত্রাণ তহবিলের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য এবং কেন্দ্র দ্বারা নির্ধারিত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রসঙ্গত, বিগত দিনে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সুদূর দক্ষিণ থেকে উত্তরের কেদারনাথে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। এনিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে জোর তরজা চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল পেশ করে সদর্থক বার্তা দিতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

নতুন সংসদ ভবনের ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল

ভিডিও শেয়ার করে আক্রমণ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: উদ্বোধন হওয়ার পর এক বছরও কাটেনি। এর মধ্যেই বর্ষণের চাপ সইতে পারল না নতুন সংসদ ভবন। মোদি জমানায় তৈরি হওয়া নতুন সংসদ ভবনের ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে! সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে এমনটাই দাবি করল কংগ্রেস।

কংগ্রেসের তরফে যে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সংসদের লবিতে ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল। নিচে বালতি পাতা। সংসদের লবির বেশ কিছুটা জায়গা জল পড়ে ভিজে রয়েছে। এমনকি ছাদ থেকে জল পড়তেও দেখা গিয়েছে ওই ভিডিওতে। খোদ রাষ্ট্রপতি সংসদে যাওয়ার সময় এই লবি ব্যবহার করেন। লোকসভায় কংগ্রেসের হুইপ মাণিকম ঠাকুর এই ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চলেছেন। তাঁর দাবি, মাত্র এক বছর আগে কাজ শেষ হওয়া সংসদের লবিতে যেভাবে জল চুঁইয়ে পড়ছে তাতে স্পষ্ট যে সংসদের নয়া ভবন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় অক্ষম। সরকারকে তীব্র আক্রমণ করছে তৃণমূলও। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন, বলেছেন, ‘নতুন মোদি সরকারের সবেতেই লিক। পেপার লিক, ওয়াটার লিক, সিস্টেম লিক। এমনকি জনতার রায়ও লিক।’

নতুন এই সংসদ ভবন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের প্রকল্প। হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে দিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প তৈরি করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। নতুন সংসদ ভবন সেই সেন্ট্রাল ভিস্তারই অংশ। সংসদের প্রতিটি কোণে ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের টুইট করা ভিডিও সত্যি হয়ে থাকলে নতুন সংসদ নির্মাণের গোড়াতেই রয়েছে গলদ। সামান্য বর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতাও নেই। গণতন্ত্রের মন্দিরের এই অবস্থা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে বিরোধী শিবির।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সাধের আরেক জায়গা রামমন্দিরের ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছিল। সেটাও কেন্দ্রের শাসকদলের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংসদের লবিতে জল পড়ার ভিডিও সেই অস্বস্তিতে নয়া মাত্রা যোগ করল।

রেকর্ড বৃষ্টি লাহোরে

লাহোর, ১ অগস্ট: লাহোরে বৃহস্পতিবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। সেদেশের জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, বৃষ্টিতে ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষের এই শহরের রাস্তাঘাট তলিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে জল ঢুকে পড়েছে, এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে।

পাকিস্তান আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, তিন ঘণ্টায় শহরটিতে প্রায় ৩৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা রেকর্ড। আগের রেকর্ড ছিল ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে। সেবার বৃষ্টি হয়েছিল ৩৩২ মিলিমিটার। এই পরিস্থিতিতে শহর কমিশনার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি অফিস ও স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানায়, তিন দিন ধরে দেশটির পাহাড়ি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এই প্রদেশটিতে বৃষ্টিতে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লাহোরে এদিন সকালে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে বৃষ্টিতে জল জমায় যানবাহন চলাচল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতের সীমান্তবর্তী দু’টি সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল ঢুকে পড়েছে।বিকেল পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুৎবিভ্রাট ছিল। চলতি বছরের শুরুর দিকে পাকিস্তানের ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ হয়েছে। আবার ১৯৬১ সালের পর গত এপ্রিল ছিল সবচেয়ে বেশি বর্ষণমুখর। এপ্রিলে বজ্রপাত এবং ঝড় সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনায় অন্তত ১৪৩ জন নিহত হয়েছেন। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২২ সালে নজিরবিহীন বৃষ্টিতে পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ জলমগ্ন হয়ে পড়েন। লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। এই ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ ছিল তিন হাজার কোটি ডলার।

কৃষ্ণ জন্মভূমি নিয়ে মুসলিমপক্ষের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

এলাহাবাদ, ১ অগস্ট: মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির তথা শাহি ইদগাহ মসজিদ মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে ধাক্কা খেল মুসলিমপক্ষ। ১৩.৩৭ একর জমি থেকে মসজিদ সরানোর দাবিতে মোট ১৮টি মামলা করেছিল হিন্দুপক্ষ। ওই মামলাগুলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা করেছিল মুসলিমপক্ষ। সেই মামলাই বৃহস্পতিবার খারিজ করল হাইকোর্ট।

মামলার রায়দানের কথা ছিল ৬ জুন। দু’মাস পর এদিন রায় দিলেন বিচারপতি মৈনাক কমার জৈনের বেঞ্চ। আদালত জানিয়েছে, ১৮টি মামলাই শুনানিযোগ্য। বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের দায়ের করা মামলাগুলি সীমাবদ্ধতা আইন (১৯৬৩) বা উপাসনার স্থান আইনের (১৯৯১) অধীনে নিষিদ্ধ নয়। উল্লেখ্য, মুসলিমপক্ষের হয়ে আবেদন করেছিলেন তসলিমা আজিজ আহমেদ। হিন্দুপক্ষ প্রথম থেকে দাবি করে এসেছে, সরকারি রেকর্ডে শাহি ইদগাহ মসজিদের কোনও সম্পত্তি নেই। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ অগস্ট। অভিযোগ, ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৬৯ থেকে ১৬৭০ সালে তৈরি করা হয়েছিল শাহি ইদগাহ মসজিদ। কাটরা কেশবদাস মন্দিরের ১৩.৩৭ একর জমিতেই যা তৈরি হয়। সেই জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদের জেরেই প্রথমে গত বছরের সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের মতো মথুরা শাহি ইদগাহেও রয়েছে ‘হিন্দুত্বের প্রমাণ’।

ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীকে আলিঙ্গন প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: ৩ দিনের সফরে ভারতে এসেছেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন। বৃহস্পতিবার তিনি পৌঁছন রাষ্ট্রপতি ভবনে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফাম মিন চিনকে দেখেই আলিঙ্গন করেন নমো। সৌজন্য বিনিময় করেন দুই রাষ্ট্রনেতা। ভারত ও ভিয়েতনামের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বহু পুরনো। দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের ‘দাদাগিরি’ রুখতে একজোট হয়েছে দুদেশ।

মঙ্গলবার রাতে নয়াদিল্লিতে পা রাখেন ফাম মিন চিন। বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে প্রথাগত ভাবে স্বাগত হয়। ফাম মিন চিনকে স্বাগত জানিয়ে আলিঙ্গন করেন মোদি। এদিন রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানান ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে তাঁর। এর পর ফাম মিন চিন বৈঠক করবেন মোদির সঙ্গে। সূত্রের খবর, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা হবে তাঁদের মধ্যে। কথা হবে দক্ষিণ চিন সাগরের সুরক্ষা নিয়েও।

উল্লেখ্য, গোটা দক্ষিণ চিন সাগর নিজের বলে দাবি করে চিন। এনিয়ে আমেরিকা, ভারত ছাড়াও চিনের লড়াই সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, জাপান, ভিয়েতনাম এবং সুদূর ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও। তাদের ভূখণ্ড থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপেও মাছ ধরার অধিকার চাইছে চিন। দক্ষিণ চিন সাগরে একাধিক দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে বেজিং। পালটা বেজিংকে শায়েস্তা করতে সেখানে নিয়মিত যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে আমেরিকা। সব মিলিয়ে দক্ষিণ চিন সাগর ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ‘ড্রাগন’কে রুখতে দক্ষিণ চিন সাগরের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করছে ভারত।

চিনকে ঠেকাতে ও অস্ত্রের বাজারে ছাপ ফেলতে ফিলিপিন্সের হাতে সুপারসনিক ব্রহ্মস ক্রুজ মিসাইলের প্রথম ব্যাচ তুলে দিয়েছে ভারত। এছাড়া, ব্রহ্মস রপ্তানির তালিকায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে তৈরি আসিয়ান গোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভিয়েতমান। তাদের হাতেও অত্যাধুনিক মিসাইল তুলে দিতে পারে ভারত। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এদিন মোদি ও ফাম মিন চিন যেভাবে সৌজন্য বিনিময় করেছেন তাতে আসলে চিনকেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। ফলে হ্যানয়-দিল্লির যুগলবন্দিতে চিন্তা বাড়ছে বেজিংয়ের।

হানিয়ার পর হামাসের প্রধান কে?

তেহরান, ১ অগস্ট: হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া বিমান হামলায় বুধবার ভোরে ইরানের রাজধানী তেহরানে নিহত হয়েছেন। এর পর থেকে হানিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তালিকায় যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম ওপরের দিকে রয়েছে, তাঁদের মধ্যে খালেদ মেশাল অন্যতম। ৬৮ বছরের খালেদ ১৯৫৬ সালে পশ্চিম তীরের সিলওয়াদে জন্মেছেন। বাবা আবদাল কাদির মেশাল পেশায় ছিলেন কৃষক। খালেদ স্থানীয় একটি স্কুলে পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৫৭ সালে খালেদের বাবা কৃষিকাজের জন্য কুয়েতে চলে যান। পাশাপাশি তিনি সেখানে ইমামতিও করতেন। ১৯৬৭ সালে ছ’দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর পরিবারের সঙ্গে খালেদও কুয়েতে পাড়ি জমান। ১৯৭৮ সালে খালেদ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে কুয়েতে বিখ্যাত আবদুল্লা আল-সালিম স্কুলে পড়ার সময় খালেদ মুসলিম ব্রাদারহুডের সংস্পর্শে আসেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e–Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 06/BANNYESWAR GP/2024-25, DATE:- 01.08.2024
The last date for online submission of all tender is **08.8.2024 up to 14:00hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/-Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/006/WW/ 2024 – 2025 , DATED – 02.08.2024
1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses.**2.**Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set.**3.**Supplying and Installation Feeder Box at Makaltala Pump House. Quotation Submission closing Date – **10.08.2024. at 1.00 p.m.** For More Details–Visit **www.uttarpara municipality.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Supply, fitting and fixing of LED Street light (45watt)in poles at different roads and places within Bongaon Municipality. (Under Green City Mission) Tender reference–**WBMAD/NIeT/28/BM/2024-25/PWD Date: 01.08.2024.Tender ID-2024_MAD_726267_1.** 1.Bid Submission Start date–**01.08.2024 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date – **09.08.2024 at 02.00 PM.** 3.End date – **17.08.2024 at 06.55 PM.** 4.Bid opening date :- **20.08.2024 at 10.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/ Chairman,
Bongaon Municipality

NIT No. SFDC/MD/NIT-06(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for similar type of work for “Construction of Concrete Road from Baraparia pool (at Naskarpur village, JL No. 262, Plot No. 2238) to water factory owned by Madhab Das (at Naskarpur village, JL No. 262, Plot No. 2238) under Sarbodaya Gram Panchayat, Block - Egra - II, Purba Medinipur”. Bid submission end date on **16/08/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **20/08/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
VILL – MONIGRAM, P.O – DHARMAPUKURIA, P.S – BONGAON, DIST – NORTH 24 PARGANAS
Notice Inviting Tender under Dharmapukuria Gram Panchayat
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/155/2024 Dated 31.07.2024** under 15th FC Untied fund and **DPUK/156/2024 Dated 31.07.2024** under 15th FC Tied fund (for efficient bidders for details visit Website-**www.wbtenders.gov.in**. Tender ID: **1) 2024_ZPHD_725835, 2) 2024_ZPHD_725864.**
Sd/- Prodhan
Dharmapukuria
Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY
Supply,fitting and fixing of LED Street light(30watt)in poles at different roads and places within Bongaon Municipality. (Under Green City Mission) **Tender reference–WBMAD/NIeT/27/BM/2024-25/PWD Date:01.08.2024, Tender ID-2024_MAD_726249_1.** 1.Bid Submission Start date – **01.08.2024 at 06.55 PM.** 2.Pre bid meeting date– **09.08.2024 at 02.00PM.** 3.End date– **17.08.2024 at 06.55 PM.** 4.Bid opening date:- **20.08.2024 at 10.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/ Chairman,
Bongaon Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNA NAGAR/HFA/NIT-21/2ND CALL/2023-24** for **“Construction of Informal Market at different wards within Krishnanagar Municipality.”,WBMAD/ULB/KRISHNA NAGAR/NIT-57/2ND CALL/2023-24** for **“Construction of Cement Concrete Road at different wards within Krishnanagar Municipality.”,WBMAD/ULB/KRISHNA NAGAR/NIT-10/2024-25 & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-11/2024-25** for Renovation of Bituminous Road at different wards within Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2024_MAD_726106_1 to 2024_MAD_726106_3,2024_MAD_726195_1 to 2024_MAD_726195_9, 2024_MAD_725590_1 to 2024_MAD_725590_9 & 2024_MAD_725869_1 to 2024_MAD_725869_2.**
Sd/- Chairman,
Krishnanagar Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং.ঃ ইএলইসিটি-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪-এসপিপি-১৩। তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনি.ডিইই(জি)/ সাঁতরাগাছি, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে মাননীয় যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। মাননীয় ঠিকাদারগণকে এর জন্য অনলাইনে কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনো অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। বিশদের জন্য নথি-অংশে আপলোড করা টেন্ডারনথি মনোযোগ সহকারে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ক্র.নং. ১। টেন্ডার নোটিস নং. ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৩- ২৪-এসপিপি-১৩। কাজের নাম ঃ সাঁতরাগাছি ঃ** এসআরসি অধিক্ষেত্রে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৯,০৮,৬২২.৫০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৯৮,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **বরাদ্দঃ** পিএইচ-৩৬, সিএপি ২১৩৬১০৮, **আইআরপিএস এমআইডি ঃ** ১২.০৩.৩৬.২৩. ৩.৫২.০০৯। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-437)**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-০৯-টিএম-সিপিওএইচ-কেপিএ-২০২৪-২৫, তারিখ ৩১.০৭.২০২৪ (ওপেন) ফর ই-টেন্ডারিং। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার/ সিপিওএইচ/কাঁচরাপাড়া, ভূতবাগান, রেলওয়ে কলোনি, কাঁচরাপাড়া, পূর্ব রেলওয়ে, পিন-৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতাধারী ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, আর্থিক ক্ষমতাযুক্ত নামকরা ও যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** সিপিওএইচ/কাঁচরাপাড়ায় বিভিন্ন ট্র্যাক মেশিনের সংস্কার/মেরামতি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৬৩,৬৮,৯৭৪.৮৬ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪,৩১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.০০টায়। টেন্ডারের বিবরণ, নথি ও সময়ে সময়ে জারিকৃত সংশোধনী, প্রয়োজনীয় যোগ্যতামান সহ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। (MISC-120/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)
1nos e-Tender (Containing 5nos schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 03/BGP/15thFC/2024-25 Dt. 30/07/2024 under 15th CFC fund** Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, Bid submission start date 30/07/2024 at 15:30 PM and Last date of Bid submission:- 06/08/2024 up to 15:30 PM., Date & Time of opening bids 09/08/2024 at 10.30 AM.
Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/155/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of Two nos Bath Room at Rajpur Burning Ghat In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,67,707.00

Bid Submission end date: **12.08.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Saptagram Gram Panchayat
Mithapukur, Adcconagar, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited from bonafied bidders for 7 nos. works published on **27.07.2024**. Last Date of Application: **09.08.2024** vide **NIT No.: SGP/228-234/2024-25, Date: 26.07.2024** & **Tender ID: 2024_ZPHD_723182_1, 2024_ZPHD_723190_1, 2024_ZPHD_723206_1, 2024_ZPHD_723217_1, 2024_ZPHD_723226_1, 2024_ZPHD_723233_1, 2024_ZPHD_723241_1.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Saptagram Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/149/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of concrete road at Swrnakar para road near Sukamolesh Naskar house at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,17,698.00
WBMAD/ULB/ RSM/150/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of Concrete Road at Pulin Behari Basu Sarani Bye Lane at Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,91,083.00
WBMAD/ULB/ RSM/151/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of surface drain at Royal State Bye Lane in Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,89,662.00
WBMAD/ULB/ RSM/152/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of Concrete Road with Surface Drain At R.R.Ghosh Road near right side of Buromaa's Dalan In Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,89,679.00
WBMAD/ULB/ RSM/153/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of Concrete Road at Mishra Para Bye Lane in Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,86,722.00
WBMAD/ULB/ RSM/154/24-25 Dated 01.08.2024	Construction of Concrete Road at R.R.Ghosh Road near H/O Tutun Da & Buro Da in Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,88,944.00

Bid Submission end date: **12.08.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

রোহিতের কাছে বিশ্বকাপ অতীত

‘সকলের থেকে আলাদা’ গম্ভীরকে নিয়ে এগোতে চান রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ শেষ। আর সে সব নিয়ে ভাবতে চাইছেন না রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরে বিশ্রাম নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ়ে আবার ফিরেছেন রোহিত। এ বার সামনের দিকে এগোতে চান। রাহুল দ্রাবিড়ের পরে দলের নতুন কোচ হয়েছেন গৌতম গম্ভীর। এখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আগামী দিনের পরিকল্পনা শুরু করেছেন তিনি। ভারতের বাকি সব কোচের থেকে গম্ভীর আলাদা, এমনটাই মনে করেন রোহিত।

শুক্রবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে রোহিতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে রোহিত বলেন, তবিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার অনুভূতি আলাদা। দিল্লি ও মুম্বইয়ে যা সংবর্ধনা পেয়েছি তা ভুলব না। কিন্তু এ বার বিশ্বকাপ থেকে আমাদের বেরোতে হবে। আর সে সব ভাবলে চলবে না। সামনের দিকে এগোতে হবে। ক্রিকেট এগিয়ে চলেছে। আমাদেরও তাল মিলিয়ে এগোতে হবে।

সামনের বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে। রোহিতের কাছে অধিনায়ক হিসাবে আরও একটি আইসিসি ট্রফি জেতার সুযোগ রয়েছে। সেই বিষয়ে এখন থেকেই ভাবছেন তিনি। রোহিত বলেন, তটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ। এ বার আমাদের ভাবতে হবে সামনে কী আছে। সামনেও বড় প্রতিযোগিতা আছে। সেখানে ভাল খেলতে হবে। যে মানসিকতা নিয়ে আমরা খেলছি সেই মানসিকতা নিয়েই খেলব।

ভারতের কোচিংয়ে সম্পূর্ণ অন্য ঘরানা নিয়ে এসেছে বোর্ড। দ্রাবিড় অনেক বেশি শান্ত। অল্প কথার মানুষ ছিলেন। গম্ভীর তা নন। তিনি আগ্রাসী। দলের মধ্যেও সেই মানসিকতা দেখতে চান। গম্ভীরকে বাকি কোচেদের থেকে আলাদা বলেই মনে করেন রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেন, তগৌতি ভাই নিজে অনেক দিন খেলেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি ক্রিকেটেও যুক্ত ছিল। তাই ও অন্যদের থেকে আলাদা ভাবে কোচিং করাবে, সেটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেকের কাজ করার ধরন আলাদা। গৌতি ভাইয়ের সঙ্গে আমিও কিছু দিন খেলেছি। ও দলের কাছে কী চায় সে বিষয়ে ওর স্পষ্ট ধারণা আছে।

গম্ভীরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন রোহিত। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করছেন তাঁরা। রোহিত বলেন, তআমাদের কথা হয়েছে। সামনের দিনে আমরা কী ভাবে খেলতে চাই, দলের কোথায় কোথায় উন্নতির প্রয়োজন সে সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনই খুব বেশি সামনের কথা ভাবছি না। আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ়ের কথা ভাবছি। একটা করে সিরিজ ধরে এগোতে চাই।দ

খুব একটা হাসেন না বলে দুর্নাম রয়েছে গম্ভীরের। সব সময় গম্ভীর দেখায় তাঁকে। কিন্তু রোহিত তাঁকে অন্য ভাবে দেখেছেন। তিনি বলেন, তসকলে ভাবে গৌতি ভাই সারা ক্ষণ গম্ভীর থাকে, তা নয়। ও অনেক মজা করে। তবে কারও ব্যক্তিগত পরিসরে নাক গলায় না। কেউ ওর ব্যক্তিগত পরিসরে নাক গলাক, সেটাও পছন্দ করে না। সকলে তো এক রকম হয় না। আমরা চাই দেশের সাফল্য। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগোব।

প্রতিটি সিরিজে একটু একটু করে উন্নতি করতে চান রোহিত। তার জন্য প্রতিটি সিরিজ জিততে চান তিনি। ভারত অধিনায়ক বলেন, তআমরা ভবিষ্যতের কথা ভাবলেও প্রতিটা সিরিজকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। প্রতিটা সিরিজ থেকে কিছুটা হলেও উন্নতি করার চেষ্টা করছি। তার জন্য প্রতিটা সিরিজ জিততে হবে। শ্রীলঙ্কা দিয়েই তার শুরুটা করতে চাই। প্রতিটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ সমান গুরুত্বপূর্ণ। দলের সকলকে সেটা বলেছি। একটা দল হিসাবে খেলব আমরা।

ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের দলে এলেন ঈশান-মালিঙ্গাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টির পর এ বার ভারত-শ্রীলঙ্কা এক দিনের সিরিজ। কিন্তু ৫০ ওভারের সিরিজ শুরুর আগেই ধাক্কা শ্রীলঙ্কা শিবিরে। একসঙ্গে দু’জন পেসার চোটের কারণে এক দিনের সিরিজ থেকে বাদ হয়ে গেলেন। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না দিলশান মদুশঙ্কা এবং মাথিসা পাথিরানা।

শুক্রবার এক দিনের সিরিজ়ের প্রথম ম্যাচ। তার আগে শ্রীলঙ্কা দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফিল্ডিং অনুশীলন করার সময় মদুশঙ্কার বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। অন্য দিকে, পাথিরানার ডান কাঁধে চোট। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে বলও করতে পারেননি পাথিরানা। শ্রীলঙ্কা দলে নেওয়া হয়েছে ঈশান মালিঙ্গা এবং মহম্মদ শিরাজকে। দুই পেসারের পরিবর্ত হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে তাঁদের। সেই সঙ্গে রিজার্ভ দলে নেওয়া হয়েছে কুশল জানিথ, জেফ্রে ভ্যান্ডারসে এবং প্রমোদ মাদুশানকে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে ০-৩ ব্যবধানে হেরে যায় শ্রীলঙ্কা। এক দিনের সিরিজ়ে ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশিক্ষণে প্রথম বার খেলবেন তাঁরা। তিন ম্যাচের সিরিজ়ের সব ম্যাচ কলম্বোয়। ২, ৪ এবং ৭ অগস্ট হবে সেই ম্যাচগুলি।

পাকিস্তানে দল পাঠাবে কি না ভাবছে শাকিবদের বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত আগেই প্রশ্ন তুলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে পাকিস্তানের নিরাপত্তা চিন্তিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এ বার সেই সুর শোনা গেল বাংলাদেশের গলাতেও। পাকিস্তানে দল পাঠাবে কি না, তা ভাবছে শাকিব আল হাসানদের বোর্ড। দেশের সরকারের কাছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার আবেদন করেছে তারা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে চলতি মাসেই পাকিস্তানে দু’টি টেস্ট খেলার কথা বাংলাদেশের। ২১ জুলাই থেকে রাওয়ালপিন্ডি ও ৩০ জুলাই থেকে করাচিতে দু’টি টেস্ট রয়েছে। তার আগে সেখানকার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস বলেন, আমরা পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। পাক বোর্ড আমাদের জানিয়েছে যে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। তার পরেও আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছি, সিরিজ়ের আগে এক জন নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে সে দেশে পাঠাতে। তিনি নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে জানাবেন।দ

তবে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া নিয়ে আপত্তি জানাননি বাংলাদেশের কোনও ক্রিকেটার। জালাল বলেন, তক্রিকেটারদের কোনও সমস্যা নেই। আমরা এশিয়া কাপের সময়েও পাকিস্তানে খেলেছি।

শ্রীজেশের লড়াই দাম পেল না

অলিম্পিক্সে হকিতে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্যারিস অলিম্পিক্স হকিতে প্রথম ম্যাচ হারল ভারত। মঙ্গলবার বেলজিয়ামের কাছে ১-২ গোলে হেরে গেল তারা। গত বারের সোনাজয়ীদের কাছে হরমনপ্রীত সিংহেরা হারলেও গোটা ম্যাচে যথেষ্ট লড়াই করেছে ভারতীয় দল। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেলজিয়ামের চোখে চোখ রেখে লড়াই করে তারা। তবে বাকি দুই কোয়ার্টারে আরও একটু লড়াই দিলে ম্যাচটা ড্র করতে পারত ভারত। পাশাপাশি, পিআর শ্রীজেশের কিছু ভাল সেভও বাঁচিয়েছে ভারতকে।

শুরু থেকেই নিজেদের স্টিকে বল রাখার চেষ্টা করছিল বেলজিয়াম। ভারত চেষ্টা করছিল বিপক্ষের স্টিক থেকে বল কেড়ে নিয়ে প্রতি আক্রমণে গোল করতে। ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ভারত। অলিম্পিক্সে গত বারের সোনাজয়ীদের সামনে একটুও কেঁপে যাননি হরমনপ্রীতেরা। ভারতের মিডফিল্ডারেরা ভাল খেলছিলেন। প্রথম সুযোগও তাঁরাই তৈরি করেন। আট মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার পায় বেলজিয়াম। কিন্তু সেই প্রয়াস বাঁচিয়ে দেন পিআর শ্রীজেশ। বল ক্লিয়ার করেন সুমিত। দু’মিনিট পরেই অভিষেকের শট বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষের গোলকিপার ভ্যানাশ।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই এগিয়ে যায় ভারত। বেলজিয়ামের খেলোয়াড় ডে স্লুভারের ভুল কাজে লাগায় তারা। তিনি মিস্ পাস করেন। অভিষেক বল পেয়ে বেলজিয়ামের বৃত্তে ঢুকে শটে গোল করেন। এ বারের অলিম্পিক্স হকিতে এটাই ভারতের প্রথম ফিল্ড গোল। গোল পেয়ে আরও বেশি ধারালো হয়ে ওঠে ভারত। তবে বেলজিয়ামও ছেড়ে কথা বলছিল না। ২৩ মিনিটে কিনা একটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করেন। সেই প্রয়াসও বাঁচিয়ে দেন শ্রীজেশ। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বেলজিয়ামের একের পর এক আক্রমণ বাঁচিয়ে দেন তাঁরা।

তৃতীয় কোয়ার্টার থেকে বেলজিয়ামের খেলাই বদলে যায়। অনেক বেশি আক্রমণ করতে থাকে তারা। সমতা ফেরায় তিন মিনিটের মধ্যে। বেলজিয়ামের ডে স্লুভার ভারতের বৃত্তে ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে বল পান ফান আউবেল। তাঁর পাস থেকে গোল করেন স্টকব্রোক্স। ভারত চেষ্টা করছিল খেলা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার। কিন্তু বেলজিয়ামের আক্রমণ এতটাই ক্ষুরধার ছিল যে রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। তৃতীয় কোয়ার্টার শেষের একটু আগে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। টানা তিনটি পেনাল্টি কর্নার পায় বেলজিয়াম। সেই শট বাঁচিয়ে দেন শ্রীজেশ। কিন্তু ভারতের গোলের সামনে জটলা থেকে গোল করেন ডোহমেন।

চতুর্থ কোয়ার্টারেও দাপট ছিল বেলজিয়ামের। যদিও ৫১ মিনিটে একটি সুযোগ নষ্ট করেন অভিষেক। বেলজিয়ামও একটি পেনাল্টি কর্নার নষ্ট করে। শ্রীজেশ আবারও একটি ভাল সেভ করেন। ম্যাচ শেষের দু’মিনিট আগে একটি পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। কিন্তু বেলজিয়ামের ফান আউবেল সেই প্রয়াস বাঁচিয়ে দেন।

ভারতের হারে ভারতের জয়, প্রণয়কে হারিয়ে ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেন লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্যারিস অলিম্পিক্সের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য সেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন এইচএস প্রণয়। সেই ম্যাচে প্রায় একপেশে ভাবে জিতলেন লক্ষ্য। কোনও লড়াই করতে পারলেন না প্রণয়। লক্ষ্য জিতলেন ২১-১২, ২১-৬ গেমে।

এখনও পর্যন্ত একটি গেমও হারেননি লক্ষ্য। গ্রুপ পর্বে জোনাথন ক্রিস্টিকে হারিয়ে দেন তিনি। বিশ্বের তিন নম্বরকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রণয়কে দাঁড়াতেই দিলেন না তিনি। প্রথম গেমে প্রণয় কিছুটা চেষ্টা করলেও দ্বিতীয় গেমে সেটাও পারেননি। প্রণয়কে দেখে পুরো ফিট মনে হয়নি। লক্ষ্য তাঁকে কোর্টে দৌড় করিয়ে হাঁপ ধরিয়ে দেন।

লক্ষ্য নিজেও মনে করেন ক্রিস্টির মতো খেলোয়াড়কে হারানোয় তাঁর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটাই তাঁকে এই প্রতিযোগিতায় ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার শক্তি দেবে বলে। কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য খেলবেন চৌ তিয়েন চেনের বিরুদ্ধে। ৩৪ বছরের এই খেলোয়াড় বিশ্বের ১২ নম্বর। চাইনিজ তাইপেইয়ের তিয়েন চেনের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই হবে লক্ষ্যের। কিন্তু ভারতীয় শাটলার যে সহজে ছাড়বেন না, তা বলাই যায়। শুক্রবার হবে সেই ম্যাচ। লক্ষ্য পরের রাউন্ডে যাওয়ার দিনে বিদায় নিলেন প্রণয়। পদক জয়ের সম্ভাবনা ছিল তাঁরও। কিন্তু প্রি-কোয়ার্টারে ভারতের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলতে হওয়ায় এক জনকে বাদ যেতেই হত। দুর্ভাগ্য প্রণয়ের যে, প্রি-কোয়ার্টার থেকেই বিদায় নিতে হল তাঁকে। ব্যাডমিন্টনে ভারতের ছেলেদের ডাবলস জুটি ছিটকে গিয়েছে। চিরাগ শেট্টি এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি হেরে গিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে। মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা হেরে যান ২১-১৩, ১৪-২১, ১৬-২১ গেমে।

আরও দু’বছরের চুক্তি করল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মরসুমে মোহনবাগানের সেরা ফুটবলার হয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। গোল করা এবং করানোয় পারদর্শী এই ফুটবলার সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের মূল ভরসা। সেই ফুটবলারের সঙ্গে আরও দু’বছরের চুক্তি করল মোহনবাগান। আর সেই ঘোষণা করা হল ইস্টবেঙ্গলের জন্মদিনে। সমাজমাধ্যমে মোহনবাগান এই ঘোষণা করে লাল-হলুদকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

গত মরসুমে আইএসএলে সোনার বুট জিতেছিলেন পেত্রাতোস। অস্ট্রেলিয়ার এই ফুটবলার ২০২২ সালে মোহনবাগানে সই করেন। দলের আইএসএল ট্রফি, লিগ, ডুরান্ডের মতো ট্রফি জয়ের নেপথ্যে ছিলেন পেত্রাতোস। সমর্থকদের কাছেও তাই তিনি খুবই পছন্দের। মোহনবাগানের ম্যাচের সময় ‘দিমি, দিমি’ চিৎকারে ভরে যায় গ্যালারি। সেই দর্শকদের সামনে আরও দু’বছর খেলার জন্য তৈরি পেত্রাতোস।

খো খো খেলাকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ। ক্রীড়া সংগঠক বলরাম হালদার ও সরশুনা শান্তিদূত সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হল সারা বাংলা ব্যাপী খো খো প্রতিযোগীতা। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।ছোট ছোট বাচ্চারা যাতে খোখোর প্রতি আকৃষ্ট হয় সেই জন্য বিনামূল্যে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন বলরাম হালদার। কারও সাহায্য ছাড়াই নিজের একার প্রচেষ্টাতেই ভবিষ্যতের খেলোয়াড় তৈরী করে যাচ্ছেন মাঠ অন্ত প্রাণ মানুষটি। এদিন তিনি জানান দিন দিন এই খো খো খেলা বাংলায় অনেকটাই কমে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো অনেক ছেলে-মেয়ে আছে যারা এই খেলাতে প্রচুর প্রতিভা আছে। কিন্তু সুযোগ না থাকার ফলে তারা এই খেলা থেকে অনেকটাই দূরে চলে যাচ্ছে।তাই তাদের প্রতিভা উন্নয়নের যাতে সুযোগ দেওয়া যায় তাই তাদের এই উদ্যোগ। বলরাম হালদাররা জানান তারা চান স্কুলে এই খেলাকে বাদ্ধতা মূলক করা হোক।

SOMANY®
টাইলস্ | বাথওয়্যার
জমিন সে জুড়ে

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেড
(রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)
ত্রৈমাসিক যা শেষ হয়েছে ৩০.০৬.২০২৪ এ, সেই সময়ের জন্যে স্বতন্ত্র এবং একত্রিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নিষ্কর্ষ

(লক্ষ টাকার এককে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি 30.06.2024 অনিরীক্ষিত	31.03.2024 নিরীক্ষিত	30.06.2023 অনিরীক্ষিত	বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি 31.03.2024 নিরীক্ষিত	একত্রিত: ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি 30.06.2024 অনিরীক্ষিত	31.03.2024 নিরীক্ষিত	30.06.2023 অনিরীক্ষিত	বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি 31.03.2024 নিরীক্ষিত
সঞ্চালনা জনিত মোট আয়	৫৬,১৪৩	৭১,৩৭১	৫৭,৯০৫	২৫৩,৪৪৯	৫৭,৮৫৮	৭৩,৭৫২	৫৮,৬৫৩	২৫৯,১৩৫
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় (করপূর্ব, বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	২,১৪০	৪,০৬৯	৩,৪৮৩	১৪,২৮৫	১,৮৩৮	৪,৮৩৩	২,৫০৩	১৪,৪৮৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব (বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর)	২,১৪০	৪,৩৯৬	৩,১৪৬	১৪,৪০৫	১,৮৩৮	৫,১৬০	১,৮৪১	১৪,২৮১
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী (বিশেষ/ ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	১,৫৮৫	২,৯৬২	২,৩৩৯	১০,৩৭৮	১,২২৬	৩,৩৮৮	১,২৫৭	৯,৯৩৮
উক্ত সময়সীমায় মোট বিস্তারিত আয় সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তারিত আয় (কর পরবর্তী)	১,৫৮৫	২,৯৯০	২,৩৩৯	১০,৩৮৬	১,২২৬	৩,৪৩৫	১,২৫৭	৯,৯৭৮
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮২০	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮২০	৮২০	৮৪৯	৮২০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				৭১,৪৯৭				৭১,১৯৪
শেয়ার প্রতি আয়								
বেসিক (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৩.৮৬	৭.১৮	৫.৫১	২৪.৬৪	৩.০০	৭.৪৫	৩.৪৩	২৩.০১
ডায়লিউটেড (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৩.৮৫	৭.১৮	৫.৫০	২৪.৬১	২.৯৯	৭.৪৫	৩.৪২	২২.৯৮

মন্তব্য:
১. উপরের বিবরণটি স্টক এক্সচেঞ্জে SEBI প্রবিধানসমূহ ২০১৫ অন্তর্গত ৩৩ নং নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী পেশ করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লিস্টিং সংক্রান্ত দায় ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে)। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণীটি কোম্পানি ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) থেকে এবং BSE ওয়েবসাইট (http://bseindia.com) ও NSE ওয়েবসাইট (http://nseindia.com) থেকে উপলব্ধ হবে।
২. এই আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানি আইন ২০১৩ অধীনে ১৩৩ নং ধারা নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) ও যথাসম্ভব প্রযোজ্য অনুযায়ী অন্যন্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন ও নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ : আগস্ট ১, ২০২৪
স্থান : নিউ দিল্লী

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকান্ত সোমানি
অধ্যক্ষ ও পরিচালন অধিকর্তা
DIN 00021423

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**